মে'রাজের সফর ও প্রিয় মুস্তফা ﷺ এর মহত্ত্ব

'শবে-মে'রাজ' এর ইজতিমায়ে যিকির ও নাতে উপস্থাপিত

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

24 - April - 2017

মে'রাজের সফর ও প্রিয় মুস্তফা ﷺ এর মহত্ব

'শবে-মে'রাজ' এর ইজতিমায়ে যিকির ও নাতে উপস্থাপিত

সুন্নাতে ভরা বয়ান

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং এরই ধারাবাহিকতায় মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে।

দরূদ শরীফের ফযীলত

হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাসসাম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মনমুগ্ধকর ইরশাদ হচ্ছে: জিব্রীল আমীন عَلَيْهِ السَّلَام আমাকে বললো: **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন: হে **মুহাম্মদ**! (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) আপনি কি এই বিষয়ে সন্তুষ্ট নন যে, আপনার উম্মত আপনার প্রতি একবার দরূদ প্রেরণ করবে, আমি তার প্রতি দশটি (১০) রহমত অবতীর্ণ করবো এবং একবার সালাম প্রেরণ করবে, আমি দশবার (১০) সালাম প্রেরণ করবো। **(মিশকাতুল মাসাবিহ, কিতাবুস সালাত, বাবুস সালাতি আলা..., ১/১৮৯, হাদীস নং-৯২৮)**

রব কে মাহবুব আহমদে মুখতার পর লাখো সালাম,
সব পুকারো সৈয়্যদে আবরার পর লাখো সালাম। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬০১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

রজবের দোয়াঃ

রজবে এই দোয়া পড়া সুন্নাত! যখন রজবের মাস আসে তখন **নবীয়ে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সাম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই দোয়া পাঠ করতেন: اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِىْ رَجَبٍ وَّشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَان অর্থাৎ **হে আল্লাহ্**! তুমি আমাদের জন্য রজব ও শাবানে বরকত দান করো এবং আমাদেরকে রমযান পর্যন্ত পৌঁছাও।

(আল মু'জামুল আওসাত লিত তাবরানী, ৩য় খন্ড, ৮৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৯৩৯)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে বয়ান শ্রবণ করার পূর্বে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হচ্ছে: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ আস সাআদি, ৬/১৮৫, হাদীস নং-৫৯৪২)

দু'টি মাদানী ফুল:

(১) ভালো নিয়্যত ছাড়া কোন নেক কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

✱ দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✱ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ✱ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ✱ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। ✱ تُوْبُوْا اِلَى الله! , اُذْكُرُوا الله! ,صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ✱ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মহান ও বরকতময় রাত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজ ১৪৩৮ হিজরীর রজবুল মুরাজ্জব এর ২৭ তম রাত, **আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তাআলার** প্রতি লাখ লাখ কৃতজ্ঞতা যে, **তিনি** আমাদেরকে আরো একবার অসাধারণ ফযিলত ও বরকতময় এই পবিত্র রাত নসীব করেছেন।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজকের রাত সেই মহান ও আলোকিত রাত, যাতে আমাদের **আক্বা, হাবীবে কিবরিয়া, মে'রাজের দুলহা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এক অসাধারণ মুজিযা লাভ করেছেন। আজকের রাতে সকল ফিরিশতাদের সর্দার হযরত

www.dawateislami.net

সায়্যিদুনা জিব্রীল আমীন عَلَيْهِ السَّلَام **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র খেদমতে খুবই দ্রুতগতি সম্পন্ন বাহন বোরাক নিয়ে উপস্থিত হন, ফিরিশতারা **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দুলহা বানিয়ে দিলো, খুবই সম্মানের সাথে বোরাকে আরোহন করানো হলো, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মুহুর্তেই মক্কায়ে মুকাররমা থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস পৌঁছেন, সকল নবীগণ **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে স্বাগত জানালেন, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সমস্ত নবীগণের ইমামতি করেন, আজকের রাতেই **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সমস্ত আসমান পরিভ্রমণ করেন এবং এর বিস্ময়গুলো অবলোকন করেন, আজকের রাতেই **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রতিটি আসমানে আম্বিয়ায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام আপন যিয়ারত দ্বারা ধন্য করেন, **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আগমনে নবীগণ মোবারকবাদ পেশ করেন, **হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সিদরাতুল মুনতাহা পৌঁছেন, **হুযুর নবীয়ে করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেই স্থানে পৌঁছেন, যেখান থেকে সামনে অগ্রসর হওয়ার কারো সাধ্য নাই, এমনকি সেই স্থানে জিব্রীল আমীন عَلَيْهِ السَّلَام ও **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট সামনে অগ্রসর হতে অপারগতা প্রকাশ করেন, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেই স্থানে পৌঁছেন যেখানে জ্ঞান বুদ্ধিও কাজ করে না, আজকের রাতেই **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আল্লাহ্ তাআলা**র অসংখ্য নেয়ামতরাজি লাভে ধন্য হন, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বিশেষ উপহার লাভ করেন, আজকের রাতেই **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রাথমিভাবে ৫০ ওয়াক্ত নামাযের উপহার **আল্লাহ্ তাআলা**র পক্ষ থেকে লাভ করেন, যা পরবর্তীতে কমিয়ে সহজতর করে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের আদলে আমাদের উপর ফরয করা হয়েছে, আজকের রাতেই **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জান্নাত ও জাহান্নামের পরিভ্রমন করেন, আজকের রাতেই **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আল্লাহ্ তাআলা**র বিশেষ নৈকট্য অর্জন করেন, **হুযুরে পুর নূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কপালের চোখ দ্বারাই পুরো জগতের সৃষ্টিকর্তা ও মালিকের দীদার করেন।

মুস্তাফার মহত্ব বর্ণনা করার হক কেইবা আদায় করতে পারে? যাই হোক খুবই মনোযোগ সহকারে এবং একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করুন, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ **মে'রাজের দুহলা, হাবীবে কিবরিয়া** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা অন্তরে আরো খুব বেশি বৃদ্ধি পাবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

ইবনে সকীনার এক মুরীদের ঘটনা

শায়খ শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه একটি ঘটনা উদ্ধৃত করে বলেন যে, শায়খ ইবনে সাকীনা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর একজন স্বর্ণকার মুরীদ ছিলো, তার কাজ ছিলো যে, তিনি সূফীয়ায়ে কিরামের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام মুসাল্লা জামে মসজিদে নিয়ে যেতেন এবং তা বিছিয়ে দিতেন, যখন জুমার নামায আদায় হয়ে যেতো তখন সেই মুসাল্লাগুলো তিনি খানকায় নিয়ে আসতেন। এক জুমায় এমন হলো যে, তিনি মুসাল্লাগুলো জামে মসজিদে নিয়ে যাওয়ার জন্য একত্র করে বাঁধলেন আর দজলা নদীতে (যা বাগদাদেই অবস্থিত) গোসল করার জন্য চলে গেলেন, কাপড় খুলে তীরে রাখলেন এবং পানিতে ডুব দিলেন, যখন মাথা উঠালেন তখন তিনি নিজেকে দজলা নদীতে নয় বরং অন্য জায়গায় পেলেন, মানুষের নিকট সেই জায়গা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে বলা হলো যে, এটি মিসর। তিনি এই ঘটনায় অনেক আশ্চার্য হলেন এবং তিনি পানি থেকে উঠে শহরে আসলেন। এক স্বর্ণকারের দোকানের পাশে এসে দাঁড়ালেন, তার শরীরে শুধু একটি মাত্র কাপড় ছিলো যা তার সতর ঢাকার জন্য যথেষ্ট ছিলো। দোকানদারের মনে হলো যে, এই লোকটি স্বর্ণকার। সুতরাং সে আলাপ চারিতায় বুঝে নিলো যে, এই ব্যক্তি তো এই শিল্পে খুবই অভিজ্ঞ! দোকানদার তাকে সম্মান করলো এবং নিজের ঘরে নিয়ে গেলো, নিজে কন্যার সাথে তার বিয়ে করিয়ে দিলো, অতঃপর সাত বছরে তিন সন্তান জন্ম নিলো। ঘটনাচক্রে একদিন সেই মুরীদ ঐ পানির পাশ দিয়ে গমন করলেন, তখন গোসল করার জন্য তিনি সেই পানিতে ডুব দিলেন, যখন পানি থেকে মাথা উঠালেন তখন নিজেকে সেই দজলা নদীর ঐ স্থানেই পেলেন যেখানে সাত বছর পূর্বে ডুব দিয়েছিলেন এবং তাঁর কাপড়কে পূর্বের অবস্থায় নদীর তীরে পড়ে থাকতে দেখলেন, যেমনিভাবে তিনি রেখেছিলেন, অতঃপর তিনি কাপড় পরিধান করে খানকায় এলে মুসাল্লাগুলোকে সেই পূর্বের অবস্থায় পেলেন, তখন তাকে তার কোন সাথী বললো: তাড়াতাড়ি করো কেননা কিছু লোক সকাল সকাল জামে মসজিদে চলে গেছে। অতঃপর তিনি মুসাল্লাগুলো জামে মসজিদে নিয়ে গেলেন, নামায পড়লেন এবং খানকায় ফিরে এলেন। সেখান থেকে যখন আশ্চর্য ও চিন্তিত অবস্থায় ঘরে আসলেন, তখন স্ত্রী বললো: সেই লোকগুলো কই, যাদের জন্য আপনি মাছ ভুনা করত বলেছেন?

www.dawateislami.net

মাছ প্রস্তুত হয়েছে, তিনি মেহমানদের নিয়ে আসলেন এবং সবাই মিলে মাছ খেলেন। অতঃপর তিনি তার পীর শায়খ ইবনে সাকীনা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে পুরো ঘটনা বর্ণনা করলেন এবং মিসরের সন্তানদের কথাও উল্লেখ করলেন। পীর সাহেব আদেশ করলেন যে, মিসর যাও এবং নিজের স্ত্রী সন্তানদের নিয়ে এসো, সেই ব্যক্তি গেলো এবং নিজের পরিবার পরিজনকে নিয়ে এলো। এরপর পীর সাহেব জিজ্ঞাসা করলো যে, তোমার অন্তরে কি কোন কুমন্ত্রণা জাগছিলো? সেই ব্যক্তি বললো: জি! মে'রাজ আমার অন্তরে কোন এক সময় এরূপ সংশয় দেখা দিয়ে ছিলো যে, **রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শারীরিকভাবে এতঅল্প সময়েই এত দীর্ঘ পথ কিভাবে পাড়ি দিয়েছেন? তখন পীর সাহেব বললেন যে, এটি **আল্লাহ্ তাআলা**র অনুগ্রহ, তিনি তোমার সন্দেহ দূর করে দিয়েছেন। (তুহফায়ে মে'রাজুন নবী, বয়ানু তানভিরিস সিরাজ ফি বয়ানিল মে'রাজ, ১২৮ পৃষ্ঠা। আনবাউল হাই, মতলবু নিফ ও ইশরুন..., ৮২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শুনলেন তো আপনারা যে, আমাদের **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর গোলামদের গোলামের গোলামও যদি জাগ্রত অবস্থায় দুপুরের সময় বাগদাদের দজলা নদীতে ডুব দেয়, আর **আল্লাহ্ তাআলা**র কুদরতে মিসর গিয়ে উঠে, তবে **রহমতে আলম, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান ও উন্নত শানের কি অবস্থা হবে। খলিফায়ে আলা হযরত, মালিকুল উলামা, হযরত আল্লামা মাওলানা জাফরুদ্দীন বিহারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন যে, হযরত সায়্যিদুনা সুলাইমান عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর উজির হযরত সায়্যিদুনা আসিফ বিন বরখিয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ (যিনি **আল্লাহ্ তাআলা**র একজন ওলী ছিলেন) এর ঘটনা কোরআনে করীমে বিদ্যমান যে, তিনি হযরত সায়্যিদুনা সুলাইমান عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর দরবারে আরয করলেন: আমি সম্রাজ্ঞী বিলকিসের সিংহাসন আপনার নিকট আপনার চোখের পলক পড়ার পূর্বেই উপস্থিত করবো এবং এমনিই করলো, অথচ বিলকিসের সিংহাসন আশি গজ দীর্ঘ, আশি গজ উচ্চ, স্বর্ণ ও রূপার ছিলো, যাতে খুবই ওজনদার এবং দামী হীরা জহরত জুড়ে ছিলো, যখন এতো বড় এবং ভারী সিংহাসন পলক ফেলার পূর্বেই ইয়েমেন থেকে সিরিয়ায় একজন ওলীর কারামতে পৌঁছে যায়, তবে স্বয়ং **সায়্যিদে আলম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর নূরানী শরীরসহ (রাতের

www.dawateislami.net

সংক্ষিপ্ত সময়ে মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত এবং সেখান থেকে আসমানে) তাশরীফ নিয়ে যাওয়া নিশ্চয় সম্ভব।

(তুহফায়ে মে'রাজুন নবী, বয়ানু তানভিরিস সিরাজ ফি বয়ানিল মে'রাজ, ১৩১ পৃষ্ঠা)

মুমকিন হি নেহী আকলে দো'আলম কি রাসায়ী, এ্যয়সা দিয়া আল্লাহ্ নে রুতবা শবে মে'রাজ।
তাফসীল সে কি সেয়র মগর ইস পে ইয়ে তুররা, ইক পল মে ইয়ে তে হো গিয়া রাস্তা শবে মে'রাজ।

(কাবালায়ে বখশীশ, ৬৮ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ মারহাবা মে'রাজের মহত্ব মারহাবা
বোরাকের ভাগ্য মারহাবা বোরাকের দ্রুততা মারহাবা
আকসার শওকত মারহাবা নবীদের ইমামত মারহাবা
আক্বার সম্মান মারহাবা আকাশের ভ্রমন মারহাবা
লা-মকানের আধিবাসির মহত্ব মারহাবা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এমনিতে তো **আল্লাহ্ তাআলা তাঁর প্রিয় হাবীব, হাবীবে লবীব, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে অনেক মুজিযা দান করেছেন, আমরা তার পরিসংখ্যান করতে পারবো না। যে সকল মুজিযা অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কে সতন্ত্রভাবে দেয়া হয়েছে, তা সবই এবং সাথে আরো অনেক মুজিযা **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দান করা হয়েছে, **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই হাজারো হাজার মুজিযা থেকে একটি প্রসিদ্ধ মুজিযা ও বিশ্বজগতের সবচেয়ে অনন্য ঘটনা হচ্ছে মে'রাজ শরীফ, যাতে আমাদের **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত, অতঃপর সেখান থেকে আসমানে পরিভ্রমন করার জন্য তাশরীফ নিয়ে গেলেন, এই পুরো মে'রাজের সফর আসলে আমাদের **প্রিয় আক্বা, মে'রাজ রজনীর দুলহা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহত্বকে প্রকাশ করছে, মে'রাজের সফরে যাত্রার প্রাক্কালে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বক্ষ মোবারক বিদীর্ন করা হয়, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই মোবারক সফরে সকল আম্বিয়া ও রাসূল عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর ইমামতি করেন। এই মোবারক সফরে **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর **আল্লাহ্ তাআলার** দীদার নসীব হয়, মোটকথা মে'রাজের সফর **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সেই অসাধারণ মুজিযা যে, ইতিহাসে এর উপমা পাওয়া যায় না আর এতে করে **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শান ও

www.dawateislami.net

মহত্ব এবং **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মান ও মর্যাদা সূর্য থেকেও বেশি উজ্জল এবং স্পষ্ট হয়ে যায়। আসুন! মে'রাজের ঘটনার বিভিন্ন দিক এবং মে'রাজের সফরে **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শান ও মহত্ব সম্পর্কে শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করি। ওস্তাদে যমন, শাহানশাহে সুখন হযরত আল্লামা মাওলানা হাসান রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই মোবারক রাতের বরকত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন:

মে'রাজ কি ইয়ে রাত হে রহমত কি রাত হে
ফারহাত কি আজ শাম হে ইশরাত কি রাত হে
হাম তিরা আখতারোঁ কি শাফায়াত কি রাত হে
এ'যাযে মাহে তৈয়্যবা কি রুইয়াত কি রাত হে
ইস শান, ইস আদা সে শানায়ে রাসূল হো
হার শের শাখে গুল হো হার লফয ফুল হো
দদার পর সাহাবে করম কা নুযুল হো
সরকার মে ইয়ে নযরে মুহাক্কার কবুল হো
এ্যয়সি তাআল্লিয়ুঁ সে হো মে'রাজ কা বয়ান
সব হামেলানে আরশ সুনেঁ আ'জ কা বয়ান

(যওকে নাত, ১৯২ পৃষ্ঠা)

পংতিগুলোর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা:

আজ খুশিতে ভরা সন্ধ্যা আর রহমতে পূর্ন রাত। কেননা, আজকের রাতেই **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم গুনাহগারদের জন্য সুপারিশ করেছেন এবং **আল্লাহ্ তাআলার** দীদার দ্বারা ধন্য হয়েছেন। আজকের রাতেই **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এমনই প্রশংসা করুন যে, নাতের প্রতিটি পঙতি যেন ফূলের ডালের ন্যায় সুন্দর এবং পঙতির প্রতিটি শব্দ ফুলের ন্যায় সুরভিত হয়, এই ইজতিমায়ে যিকির ও নাতে যত লোক উপস্থিত আছেন সবার উপর **আল্লাহ্**র রহমতের বর্ষন হোক, আহ! আমাদের এই নগন্য উপহার **অসহায়দের আশ্রয়স্থল, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অসহায়দের দরবারে যদি কবুল হয়ে যায়। আজকের রাতে **প্রিয় আক্বা, মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মে'রাজের বর্ণনা এমন শান ও শওকতের সাথে হোক যেন আরশ বহনকারী ফিরিশতারাও শুনে নেয়।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আল্লাহ্ তাআলা কিরূপ শান বাড়িয়েছেন হাবীবে খোদার

মে'রাজের সফরে **মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো যে, **আল্লাহ্ তাআলা তাঁর মাহবুব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই সফরের

www.dawateislami.net

আলোচনা কোরআনে করীমে এমন শান সহকারে বর্ণনা করেছেন যে, রাতের সংক্ষিপ্ত সময়ে এতই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করাকে নিজের দিকেই সম্পর্কিত করে বলেন:

سُبْحٰنَ الَّذِیْۤ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا

(পারা ১৫, সূরা বনি ইসরাঈল, আয়াত ১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: পবিত্রতা তাঁরই জন্য, যিনি আপন বান্দাকে রাতারাতি নিয়ে গেছেন মসজিদে হারাম (খানায়ে কা'বা) থেকে মসজিদে আক্বসা পর্যন্ত।

সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এই আয়াতে করীমার আলোকে বলেন: মে'রাজ শরীফ **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর একটি মহান মুজিযা এবং **আল্লাহ্ তাআলার** অসাধারণ নেয়ামত, এই মোবারক সফর দ্বারা **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর (**আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে) সেই নৈকট্য প্রকাশ পায়, যা **আল্লাহ্ তাআলার** সৃষ্টির মধ্যে **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ছাড়া অন্য কারো অর্জিত হয়নি। (আরো বলেন) **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিখ্যাত সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان মত এমনই যে, মে'রাজ শরীফ (স্বপ্নে নয়) জাগ্রত অবস্থায় শরীর ও রূহ উভয়ের সমন্বয়ে সংগঠিত হয়েছে।

(খাযায়িনুল ইরফান, পারা ১৫, বনি ইসরাঈল, ১ম আয়াতের পাদটিকা, ৫২৫ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন যে, এই আয়াতে মোবারাকায় মসজিদে হারাম (অর্থাৎ খানায়ে কাবা) থেকে নিয়ে মসজিদে আকসা (অর্থাৎ বাইতুল মুকাদ্দাস) পর্যন্ত সফরের আলোচনা করা হয়েছে, কিন্তু আমাদের **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা, মে'রাজ রাতের দুলহা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মে'রাজের সফর মসজিদে হারাম থেকে শুরু হয়ে মসজিদে আকসায় শেষ হয়নি বরং আমাদের **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মে'রাজ শরীফের রাতে শুধু সাত আসমানে পরিভ্রমন করেননি বরং এর চেয়েও অনেক বেশি সামনে অগ্রসর হয়েছেন, যেখানে **আল্লাহ্ তাআলা** চেয়েছেন তাশরীফ নিয়ে গেছেন।

আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه **"ফতোয়ায়ে রযবীয়া"** শরীফে উদ্ধৃত করেন: যেমনিভাবে হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর কথোপকথনের দৌলত অর্জিত হয়, তেমনি আমাদের **নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এরও নৈশ ভ্রমন (মে'রাজের রাত) অর্জিত হয় এবং **আল্লাহ্**

www.dawateislami.net

তাআলার সাথে কথোপকথন ছাড়াও **তাঁর আল্লাহ্ তাআলার** একান্ত নৈকট্যে আর কপালের চোখে **আল্লাহ্ তাআলার** দীদার নসীব হয়। কোথায় তুর পর্বত, যার উপর হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর সাথে কথোপকথন হয়েছিলো আর কোথায় আরশেরও উপরের স্থান যেখানে আমাদের **নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে কথা হয়। তিনি আরো বলেন: আমাদের **নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের স্ব-শরীরে জাগ্রত অবস্থায় মে'রাজের রাতে আসমান পর্যন্ত তাশরীফ নিয়ে যান, অতঃপর আরো অগ্রসর হয়ে সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত, অতঃপর আরো অগ্রসর হয়ে মুসতাওয়া নামক স্থান, আরো অগ্রসর হয়ে আরশ ও রফরফ এবং দীদারে ইলাহী পর্যন্ত।

(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ৩০তম খন্ড, ৬৪৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বক্ষ বিদীর্ণ করার ঘটনা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাসসাম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শান ও মহত্বের একটি দিক এটাও যে, মে'রাজের সফরের প্রাক্কালে বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে যাত্রার পূর্বে কাবার হাতীমে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বক্ষ মোবারক বিদীর্ণ করা হয়। যেমনটি ওলীয়ে কামিল হযরত আল্লামা মাওলানা মখদুম মুহাম্মদ হাশিম ঠাঠভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: বর্ণিত আছে মে'রাজের মোবারকময় রাতে হযরত জিব্রীল عَلَيْهِ السَّلَام **নবীয়ে পাক, সাহিবে লাওলাক** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বক্ষ মোবারককে বিদীর্ণ করেন। অতঃপর **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র অন্তরকে বাইরে বের করেন এবং ঈমান ও হিকমতপূর্ণ সোনার একটি পাত্রে রেখে যমযম শরীফ দ্বারা গোসল করানো হয়। অতঃপর **(হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শান উপযোগী আরো) হিকমত, ঈমান এবং নবুয়তের নূর তাতে পূর্ণ করা হলো আর বক্ষ মোবারকে তা রেখে সূই দ্বারা সেলাই করে দেয়া হয়। ওলামায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام বলেন: **রাসূলে করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মোবারক জিন্দেগীতে চার বার বক্ষ মোবারক বিদীর্ণ করার ঘটনা সংগঠিত হয় এবং মে'রাজ শরীফের রাতে সংগঠিত ঘটনা সেসবের মধ্যে চতূর্থতম ছিলো।

(সীরাতে সৈয়্যদুল আম্বিয়া, ফসলে দোয়ায দাহুম, ১২৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

বক্ষ বিদীর্ণ করার হিকমত

শায়খুল হাদীস হযরত আল্লামা মাওলানা আব্দুল মুস্তফা আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বক্ষ মোবারক বিদীর্ন করার হিকমত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র বক্ষ চারবার বিদীর্ণ করা হয়েছিলো। ✯ প্রথমবার যখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদাতুনা হালিমা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا এর ঘরে ছিলেন। এর হিকমত হলো যে, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যেন সেই সকল কুমন্ত্রণা ও মনোভাব থেকে নিরাপদ থাকে, যাতে বাচ্চারা লিপ্ত হয়ে খেলাধুলা ও দুষ্টামির দিকে ধাবিত হয়। ✯ দ্বিতীয়বার ১০ বছর বয়সে হয়েছিলো, যেন **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যৌবনের চাহিদার বিপদ থেকে নির্ভয় হয়ে যান। ✯ তৃতীয়বার হেরা গুহায় বক্ষ বিদীর্ণ হয়েছিলো এবং **হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অন্তরে নূর এবং প্রশান্তি পূর্ণ করে দেয়া হয়েছিলো, যেন **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আল্লাহ্ তাআলা** ওহীর মহান বোঝা সহ্য করতে পারেন। ✯ চতূর্থবার মে'রাজের রাতে, যেন **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অন্তর মোবারকে এতটুকু প্রশস্ততা এবং যোগ্যতা সৃষ্টি হয়ে যায় যে, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আল্লাহ্ তাআলা**র দীদারের তজল্লী এবং **আল্লাহ্ তাআলা**র বাণীর মহত্ব সহ্য করতে পারেন। (সীরাতে মুস্তফা, ৭৯-৮০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মে'রাজের দুলহার বাহন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মে'রাজের ঘটনায় **মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহত্বের আরো একটি দিক এটাও যে, এই অসাধারণ সফরে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাহন হিসেবেও খুবই অসাধারণ এক জান্নাতি বাহন নির্বাচন করা হয়েছিলো, যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْه থেকে বর্ণিত যে, **প্রিয় আক্বা, মে'রাজ রজনীর দুলহা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমার নিকট বোরাক (যার নাম ছিলো জারু'দ) আনা হলো, যা গাধার চেয়ে বড় এবং খচ্চর থেকে ছোট অত্যন্ত শুভ্র দীর্ঘকায় বিশিষ্ট চতুষ্পদ প্রাণী ছিলো, তার প্রতিটি কদম দৃষ্টি সীমার শেষে গিয়ে পড়তো। (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাবুল আসরা বিরাসূলিল্লাহ্..., ৮৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৪১১)

www.dawateislami.net

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত হযরত আল্লামা মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: এদিকে (কাবার হাতিমে) বক্ষ বিদীর্ণ করা হয়, কওসার ও যমযম দ্বারা গোসল দেয়া হয়, জান্নাতি হুল্লা (পোষাক) পরিধান করিয়ে **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দুলহা সাজিয়ে, সেখান থেকে বরযাত্রী দলের মিছিল সহকারে মে'রাজ রজনীর দুলহা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে নিয়ে ফিরিশতারা যাত্রা করলো, জিব্রীল আমীন عَلَيْهِ السَّلَام **তাজেদারে আম্বিয়া, মে'রাজ রজনীর দুলহা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে আরোহন করে, রেকাব জনাবে জিব্রীল عَلَيْهِ السَّلَام ধরেন এবং লাগাম হযরত মিকাঈল عَلَيْهِ السَّلَام ধরেন আর এমনই শান ও শওকত সহকারে দুলহার বাহন যাত্রা শুরু করে। মনে রাখবেন যে, **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বোরাকে আরোহন করা শান প্রকাশের জন্যই ছিলো, যেমনটি বর ঘোড়ায় আরোহন করে আর বরযাত্রী পায়ে হেঁটে, এই বোরাক বিশেষভাবে **তাজেদারে আম্বিয়া, মে'রাজের দুলহা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জন্যই ছিলো আর এতে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মে'রাজেও আরোহন করেছিলেন এবং কিয়ামতের দিনেও আরোহন করবেন। এটি জান্নাতে চরছে, জান্নাতে বাহন স্বরূপ প্রত্যেক নবীর একটি করে আলাদা বোরাক থাকবে কিন্তু **হুযুরে আকরাম, নুরে মুজাসসাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বোরাক সবচেয়ে উন্নত হবে এবং তা এই বোরাকই। (মিরাতুল মানাজিহ, ১৩৬-১৩৭ পৃষ্ঠা)

জিব্রিলে আমীন বোরাক লিয়ে
জান্নাত সে যমীন পর আ'পৌঁহছে
বা'রাত ফিরিশতোঁ কি আয়ি
মে'রাজ কো দুলহা যাতে হে
হে খুলদ কা জোড়া যে'বে বদন
রহমত কা সাজা সেহরা সর পর
কিয়া খুব সুহানা হে মনযর
মে'রাজ কো দুলহা যাতে হে

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ২৮৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

سُبْحٰنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ! আমাদের **প্রিয় আক্বা, মে'রাজ রাতের দুলহা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অসাধারন বাহন কতইনা সুন্দর ছিলো এবং এবং তার গতি এতোই দ্রুত ছিলো যে, স্বয়ং **হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চমৎকার গতির অবস্থা এভাবে বর্ণনা করেন যে, যেখানে তার দৃষ্টিসীমা পৌঁছতো, সেখানেই তার কদম রাখতো, একারণেই তো কয়েক দিনের সফর মুহূর্তেই অতিক্রম করে আমাদের

www.dawateislami.net

প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মসজিদে হারাম থেকে একমাসের চেয়েও বেশি দুরত্বে অবস্থিত মসজিদে আকসা পর্যন্ত সাথে সাথেই পৌঁছে গেলেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মনে রাখবেন যে, মে'রাজের ঘটনার বর্ণনা সম্বলিত সূরা বনী ইসরাঈল এর প্রথম ও প্রসিদ্ধ আয়াতে মোবারাকায় আসমান সফরের স্থলে মে'রাজের যে অংশের বর্ণনা করা হয়েছে, সেই অংশও স্বয়ং খুবই আশ্চার্য জনক মুজিযা। কেননা, মসজিদে হারাম এবং মসজিদে আকসার মাঝে যথেষ্ট দূরত্ব রয়েছে, সুতরাং কোন সাধারণ মানুষের মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত রাতারাতি গিয়ে আবার ফিরে আসা তো অনেক দূরের কথা, এক রাতে শুধু এক দিকের পথ অতিক্রম করাও সম্ভব পর ছিলো না। যেমনটি রূহুল বয়ান প্রণেতা হযরত আল্লামা ইসমাইল হাক্কী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: আকসা পর্যন্ত আলোচনা এই কারণেই করা হয়েছে যে, সেই যুগে মসজিদে আকসা থেকে দূরে আর কোন মসজিদ ছিলো না, মক্কায়ে মুকাররমা থেকে সবচেয়ে দূরে এই মসজিদই ছিলো, মসজিদে হারাম ও মসজিদে আকসার মধ্যে এক মাসেরও বেশি দূরত্ব ছিলো। **(রূহুল বয়ান, পারা ১৫, বনী ইসরাঈল, ১নং আয়াতের পাদটিকা, ৫/১১৪)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আপনিই ইমামুল আম্বিয়া

মে'রাজের সফরে **মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহত্বের আরো একটি দিক এটাও যে, আমাদের **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই রাতে সকল আম্বিয়ায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام ইমামতি করেন এবং তাঁদেরকে নিজের মুক্তাদি হওয়ার সৌভাগ্য দান করেন, যেমনটি হাদীসে পাকে রয়েছে: তাতে (বোরাকে) আরোহন করে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত পৌঁছলাম এবং যে স্থানে আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام নিজ বাহন বাঁধতেন সেখানে আমি তা বাঁধলাম, অতঃপর মসজিদে (আকসায়) প্রবেশ করলাম আর সেখানে দু'রাকাআত নামায আদায় করলাম। **(মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাবুল আসরা বিরাসূলিল্লাহ্..., ৯৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৫৯)**

www.dawateislami.net

ওলীয়ে কামিল হযরত আল্লামা মাওলানা মাখদুম মুহাম্মদ হাশিম ঠাঠভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: এই নামাযে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সকল আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام ইমাম ছিলেন। (সীরতে সৈয়্যদুল আম্বিয়া, ১২৮ পৃষ্ঠা) (কেননা) **প্রিয় আক্বা, মে'রাজ রাতের দুলহা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান শান প্রকাশ করার জন্য বাইতুল মুকাদ্দাসে সকল আম্বিয়ায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام একত্রিত করা হয়েছিল। (সুনানে নাসায়ী, কিতাবুস সালাত, বাবু ফরযিস সালাত.., ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৪৪৮) যখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এখানে তাশরীফ নিয়ে আসেন তখন তাঁরা সবাই **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দেখে স্বাগতম জানালেন এবং নামাযের সময় সবাই **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ইমামতি করার জন্য অগ্রগামী করলেন, অতঃপর হযরত জিব্রীল عَلَيْهِ السَّلَام হাত মোবারক ধরে এগিয়ে নিয়ে গেলেন এবং **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সকল আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام ইমামতি করলেন।

(আল মু'জামুল আওসাত, মান ইসমুহু আলা, ৩/৬৫, হাদীস নং-৩৮৭৯। সীরাতুল হালবিয়া, বাবু যিকরিল আসরা..., ১/৫২৫)

আকসার নামাযে **হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইমামতি করার সেই ঈমানোদ্দীপক এবং আত্মহরা মুহূর্তের দৃশ্যায়ন করতে গিয়ে শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তার নাতের গ্রন্থ "ওসায়িলে বখশীশ" এ লিখেন:

আকসা মে সুয়ারী যব পৌঁহছি — জিব্রিল নে বাড় কে কাহি তাকবীর
নবীয়োঁ কি ইমামত আব বাড় কর — সুলতানে জাহাঁ ফরমাতে হে
ওহ কেয়সা হাসিঁ মানযার হোগা — যব দুলহা বনা সরওয়ার হোগা
ওশশাক তাসাউর কর কর কে — ব্যস রোতে হি রেহ জাতে হে

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ২৮৭-২৮৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

سُبْحٰنَ الله عَزَّوَجَلَّ! কিরূপ সুন্দর সেই নামায ছিলো যে, সকল আম্বিয়া ও রাসূল عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام মুক্তাদি আর আমাদের **প্রিয় আক্বা, ইমামুল আম্বিয়া** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইমাম এবং প্রথম কিবলা নামাযের স্থান, নিঃসন্দেহে কায়েনাতে (পুরো জগতে) এমন নামায এর পূর্বে আর কখনো হয়নি, আকাশ এমন দৃশ্য কখনো দেখেনি। যাই হোক আজ মে'রাজ রাতের দুলহা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রথম ও শেষ হওয়ার রহস্যও ফাঁস

www.dawateislami.net

হয়ে গেলো, এই রহস্য থেকেও পর্দা সরে গেলো এবং এর অর্থও আলোকিত দিনের ন্যায় প্রকাশ হয়ে গেলো। কেননা, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যেহেতু সর্বশেষ **রাসূল**, তাই আজ পূর্বের সকল আম্বিয়া ও রাসূলদের عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام **ইমামতি** করছেন। এই রহস্য বর্ণনা করতে গিয়ে আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন:

নামাযে আকসা মে থা এহি সির, ইয়াঁ হোঁ মাআনি আউয়াল আ'খির,
কেহ দস্ত বস্তা হে পীছে হাজির, জু সালতানাত আগে কর গেয়ে হে।

(হাদায়িকে বখশীশ, ২৩২ পৃষ্ঠা)

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা:

মে'রাজ রজনীতে মসজিদে আকসায় **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সম্মানিত সকল নবী রাসূলতের عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام যে নামায পড়িয়েছেন, এতে এই রহস্য লুকায়িত ছিলো যে, প্রথম এবং শেষ এর পার্থক্য প্রকাশ হয়ে যাবে (শেষে আসার অর্থ এই নয় যে, শেষের শান ও মহত্বও কম হবে) যেই আম্বিয়ায়ে কিরামগন عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পূর্বেই নিজের নবুয়তের ঢঙ্কা বাজিয়ে দিলেন, তাঁরা সবাই হাত বেধে **শেষ নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পেছনে দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং ইমামতির মুকুট **শবে মে'রাজের দুলহা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কেই দান করা হলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আম্বিয়ায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ السَّلَام খোতবা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মে'রাজের সফরে **মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহত্বের আরো একটি দিক এটাও যে, বাইতুল মুকাদ্দাসে আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام সামনে **হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের এবং নিজ উম্মতের অসাধারণ শান ও উৎকর্ষতা শুধু স্বয়ং **তিনি** বর্ণনা করেননি, বরং হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ্ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام ও আমাদের **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা, মে'রাজের দুলহা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উচ্চ মর্যাদার বর্ণনা করেছেন। সুতরাং বাইতুল মুকাদ্দাসে নামায পড়ার পর কতিপয় সম্মানিত আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام ও খোতবা প্রদান করেন, যাতে **আল্লাহ্ তাআলার** প্রসংশা এবং নিজের প্রতি **আল্লাহ্ তাআলার** রহমত এবং নেয়ামতের আলোচনা করেন, সর্ব প্রথম হযরত

www.dawateislami.net

সায়্যিদুনা ইব্রাহিম عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام খোতবা পাঠ করেন, অতঃপর হযরত সায়্যিদুনা মূসা عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام খোতবা পাঠ করেন, এরপর হযরত সায়্যিদুনা দাউদ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام খোতবা পাঠ করেন, অতঃপর হযরত সায়্যিদুনা সুলাইমান عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام খোতবা পাঠ করেন, এরপর হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রুহুল্লাহ্ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام খোতবা পাঠ করেন, যখন এই সকল আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام **আল্লাহ্ তাআলা**র প্রশংসা এবং নিজের প্রতি **তাঁর** রহমত ও অনুগ্রহের বর্ণনা দিয়ে বক্তব্য শেষ করলেন তখন **সকল নবীদের সর্দার, আহমদে মুখতার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم খোতবা প্রদান করলেন। খোতবার পূর্বে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আম্বিয়ায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام ইরশাদ করলেন যে, আপনারা সবাই **আল্লাহ্ তাআলা**র প্রশংসা বর্ণনা করেছেন এবং এবার আমি **আল্লাহ্ তাআলা**র পরিচিতি ও প্রশংসা বর্ণনা করছি, অতঃপর **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আল্লাহ্ তাআলা**র প্রশংসা এবং নিজের শান বর্ণনা করে ইরশাদ করেন: সকল প্রশংসা **আল্লাহ্ তাআলা**র জন্যই, **যিনি** আমাকে সমস্ত জগতের জন্য রহমত এবং সকল মানুষের জন্য সুসংবাদ প্রদানকারী আর ভীতি প্রদর্শনকারী হিসেবে প্রেরণ করেছেন, আমার প্রতি সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যকারী কিতাব (কোরআন) অবতীর্ণ করেছেন, যাতে প্রত্যেকটি জিনিষের বিশদ বর্ণনা রয়েছে, আমার উম্মতকে মানুষের মধ্যে আগত সব উম্মত থেকে উত্তম এবং শ্রেষ্ট উম্মত বানানো হয়েছে আর তাদের প্রথমও বানিয়েছেন এবং শেষও বানিয়েছেন (আমার উম্মতের পর আর কোন উম্মত হবে না এবং জান্নাতে প্রবেশে ব্যাপারে সকল উম্মতের মধ্যে আমার উম্মতই প্রথমে যাবে), আমার জন্য আমার বক্ষ প্রসারিত করা হয়েছে, আমার থেকে বোঝাকে দূর করে দেয়া হয়েছে, আমার চর্চাকে সুউচ্চ করা হয়েছে এবং আমাকে বিজয়ী ও শেষ (অর্থাৎ সর্বশেষ নবী) বানিয়েছেন।

হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাসসাম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই অসাধারণ ফযীলত শুনে হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام আম্বিয়ায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام উদ্দেশ্যে বললেন: بِهٰذَا فَضَلَكُمْ مُحَمَّدٌ অর্থাৎ এই মহত্বের কারণেই **মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপনাদের উপর ফযীলত প্রাপ্ত এবং সর্বশ্রেষ্ঠ।

(দালাইলুন নুবুয়ত লিল বায়হাকী, জামাউ আবওয়াবিল মাবআছ, বাবুদ দলীল..., ২/৪০০)

হার এক নবী বলকে সব আফলাক কে কুদসী, পড়তে থে শাহানশাহ কা খুতবা শবে মে'রাজ।

(কাবালায়ে বখশীশ, ৬৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

سُبْحٰنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ ! আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শান কিরূপ উচ্চ এবং মহান যে, হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম খালিলুল্লাহ্ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام ও **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শান বর্ণনা করেন এবং সব আম্বিয়ায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام উপর **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ফযীলতের ঘোষনা দেন, অতএব আমরাও কেন বলবো না যে,

সবচে আওলা ও আ'লা হামারা নবী
খলক সে আওলিয়া, আওলিয়া সে রুসুল
মুলকে কওলাইন মে আম্বিয়া তাজেদার

সবচে বা'লা ও আ'লা হামারা নবী
অউর রাসূলুঁ সে আ'লা হামারা নবী
তাজেদারোঁ কা আক্বা হামারা নবী

(হাদায়িকে বখশীশ, ১৩/-১৩৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ	মারহাবা	মে'রাজের মহত্ব	মারহাবা
বোরাকের ভাগ্য	মারহাবা	বোরাকের দ্রুততা	মারহাবা
আকসার শওকত	মারহাবা	নবীদের ইমামত	মারহাবা
আক্বার সম্মান	মারহাবা	আকাশের ভ্রমন	মারহাবা
লা-মকানের অধিবাসির মহত্ব	মারহাবা		

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মে'রাজের জন্য আসমানে বিশেষ দরজা খোলা হলো

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মে'রাজের সফরে **তাজেদারে আম্বিয়া, মে'রাজ রাতের দুলহা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শান ও মহত্বে অনুমান এই বিষয়টি থেকেও করতে পারেন যে, আসমানে অনেক দরজা রয়েছে, যা বিভিন্ন কাজে বিভিন্ন সময়ে খোলা হয়, এর মধ্যে একটি দরজা শুধুমাত্র মে'রাজের রাতেই বিশেষভাবে আমাদের **প্রিয় আক্বা, মে'রাজের দুলহা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শনের জন্য খোলা হয়, সেই দরজা না এর পূর্বে কখনো খোলা হয়েছে আর না **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পর অন্য কারো জন্য খোলা হবে।

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত যে, হযরত জিব্রীল عَلَيْهِ السَّلَام (মে'রাজের রাতে) **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পাশেই বসে ছিলেন, এমনি সময় **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উপর থেকে একটি আওয়াজ শুনলেন, তখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন মাথা মোবারক উঠালেন, জিব্রীল আমিন

www.dawateislami.net

عَلَيْهِ السَّلَام আরয করলেন: **হুযুর!** এটি আসমানের ঐ দরজা খোলা হয়েছে, যা আজকের পূর্বে কখনো খোলা হয়নি, অতঃপর এই দরজা দিয়ে এক ফিরিশতা অবতরন করলে জিব্রীল আমিন عَلَيْهِ السَّلَام আরয করলেন: এটি ঐ ফিরিশতা, যে আজকের পূর্বে কখনো মাটিতে অবতরন করেনি, সেই ফিরিশতা **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে সালাম করে আরয করে বললো যে, আপনার প্রতি এমন দু'টি নূরের সুসংবাদ রয়েছে, যা আপনি ছাড়া আর কাউকে প্রদান করা হয়নি: (১) সূরা ফাতিহা এবং (২) সূরা বাকারার শেষ আয়াতদ্বয়, দু'টিরই প্রতিটি হরফের পরিবর্তে আপনাকে প্রতিদান দান করা হবে। **(মুসলিম, কিতাবুস সালতিল মুসাফিরিন, বাবু ফসলিল ফাতিহা..., ৩১৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৮৭৭)**

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: আসমানের কোটি কোটি দরজা রয়েছে, যা দিয়ে বিভিন্ন বস্তু আসা যাওয়া করে, কিছু দরজা দিয়ে রিযিক আসে, কিছু দরজা দিয়ে আযাব অবতীর্ণ হয়, কিছু দরজা দিয়ে দোয়া ও তাওবা যায়, কিছু দরজা দিয়ে বিশেষ ফিরিশতারা অবতরন করেন, একটি দরজা এটাও, যা শুধুমাত্র মে'রাজ রজনিতেই **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জন্য খোলা হয়েছিলো। **(মিরাতুল মানাজিহ, ৮/১৩৮)**

✱ সূরা ফাতিহা ১০০বার পাঠ করে যে দোয়া করা হবে, **আল্লাহ্ তাআলা** তা কবুল করবেন। **(জান্নাতি যেওর, ৫৮৭ পৃষ্ঠা)**

✱ যে ঘরে (সূরা বাকারার শেষ) দু'আয়াত পাঠ করা হবে, শয়তান তিনদিন পর্যন্ত এর নিকটে আসবে না। **(আল মুস্তাদরাক, কিতাবু ফাযায়িলিল কোরআন, নম্বর-২১০৯, ২/২৬৮)**

✱ যে ব্যক্তি (সূরা) বাকারার শেষ দু'আয়াত রাতে পাঠ করবে, তবে তা তার জন্য যথেষ্ট হবে। **(বুখারী, কিতাবু ফাযয়িলিল কোরআন, বাবু ফদলিল বাকারা, নম্বর-৫০০৯, ৩/৪০৫)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আসমানের দিকে উর্ধ্বগমণ

মে'রাজের সফরে **মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শান ও মহত্বের একটি দিক এটিও যে, **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আসমানেরও পরিভ্রমন করেছেন এবং সেখানে ফিরিশতারা ছাড়াও বিভিন্ন আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সাদর সম্ভাষনও জানান। সুতরাং বাইতুল মুকাদ্দাসের কার্যাদি সম্পন্ন করার পর **প্রিয়**

www.dawateislami.net

আক্বা, মুহাম্মদে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আসমানের দিকে সফর শুরু করলেন এবং প্রতিটি উচ্চতাকে পেছনে ফেলে তীব্র গতিতে আসমানের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন, মুহূর্তেই প্রথম আসমান এসে গেলেন।

হাদীস শরীফে রয়েছে যে, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর একটি দরজায় তাশরীফ নিয়ে গেলেন, যাকে **বাবুল হাফাযা** বলা হয়, এতে ইসমাঈল নামক এক ফিরিশতা নিযুক্ত রয়েছে। (ওমদাতুল ক্বারী, কিতাব মানকিবিল আনসার, বাবুল মে'রাজ, ১১/৬০৩, ৩৮৮৭ নং হাদীসের পাদটিকা) হযরত জিব্রীল عَلَيْهِ السَّلَام দরজা খুলতে চাইলেন। জিজ্ঞাসা করা হলো: কে? হযরত জিব্রীল আমিন عَلَيْهِ السَّلَام উত্তর দিলেন: জিব্রাঈল। জিজ্ঞাসা করা হলো: আপনার সাথে কে রয়েছেন? উত্তর দিলেন: **মুহাম্মদে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم। জিজ্ঞাসা করা হলো: **তাঁকে** কি ডাকা হয়েছে? উত্তর দিলেন: হ্যাঁ। এরপর এই বলে দরজা খুলে দেয়া হলো: مَرْحَبًا بِهٖ فَنِعْمَ الْمَجِيْءُ جَاءَ অর্থাৎ সু-স্বাগতম! কতইনা মহৎ **তিনি, যিনি** তাশরীফ নিয়ে এসেছেন।

(বুখারী, কিতাবু মানাকিবিল আনসার, বাবুল মে'রাজ, ২/৫৮৪, হাদীস নং-৩৮৮৭)

প্রসিদ্ধ মুফাসসীরে কোরআন, হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: যদিওবা ফিরিশতাদের মাঝে **তাজেদারে আম্বিয়া, মে'রাজ রাতের দুলহা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আগমনের বার্তা পূর্ব থেকেই ঘোষিত হয়েছিলো এবং আসমানকে সকল প্রকার সাজানো হয়েছিলো আর বৈশিষ্ট পূর্ণ করা হয়েছিলো, আগমনের সাড়া পড়ে গিয়েছিলো, এই রাতে কোটি কোটি ফিরিশতা তো **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে নিতে মক্কায়ে মুকাররমা এসেছে এবং অসংখ্য ফিরিশতা স্বাগত জানানোর জন্য নিজ নিজ দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলো আর জিব্রীল আমিন عَلَيْهِ السَّلَام সেই দরজা দিয়ে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে নিয়ে গিয়েছিলেন, যা আজ পর্যন্ত কারো জন্য খোলা হয়নি, তা শুধুমাত্র **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জন্যই ছিলো। (এই সব বিষয় জেনে এবং ফিরিশতাদের সাথে **তাজেদারে আম্বিয়া, মে'রাজ রাতের দুলহা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আগমনের প্রসিদ্ধি থাকার পরও) প্রহরী ফিরিশতার এই তিনটি প্রশ্ন (যে আপনি কে? আপনার সাথে কে? এবং **তাঁকে** কি আহবান করা হয়েছে?) শুধুমাত্র এই জন্যই যে, জিব্রীল! এই দরজা তো আপনার জন্য নয়, আপনার দরজা তো অন্য আরেকটি, আজকে আপনি এদিকে

www.dawateislami.net

কেন প্রবেশ করতে চান, তিনি বললেন যে, আজ আমি **তাঁর** সাথেই আছি, **যার** জন্যই এই দরজা বানানো হয়েছে এবং বন্ধ রাখা হয়েছে, আজ এই দরজা খোলার দিন, সুতরাং এই প্রশ্নাবলী শুধুমাত্র নিয়ম নীতির ব্যবস্থাপনা পূর্ণ করার জন্যই করা হয়েছে। **(মিরাতুল মানাজিহ, ৮/১৩৮)**

যখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই দরজা দিয়ে অতিক্রম করে আসমানের উপর তাশরীফ নিয়ে আসলেন তখন দেখা গেলো যে, সেখানে হযরত আদম عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام উপবিষ্ট আছেন। হযরত জিব্রীল عَلَيْهِ السَّلَام আরয করলেন: ইনি আপনার পিতা, তাঁকে সালাম করুন। **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সালাম করলেন, তিনি সালামের উত্তর দিলেন অতঃপর **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আগমনে খুশি প্রকাশ এই শব্দগুচ্ছ দ্বারা করলেন: مَرْحَبًا بِالْاِبْنِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ অর্থাৎ পূন্যাত্ম বৎস এবং পূন্যাত্মা নবী সু-স্বাগতম। **(বুখারী, কিতাবু মানাকিবিল আনসার, বাবুল মে'রাজ, ২/৫৮৪, হাদীস: ৩৮৮৭)** এমনিভাবে প্রতিটি আসমানেই প্রশ্নোত্তর এবং আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর সাথে সাক্ষাৎ চলতে থাকে, যেমন দ্বিতীয় আসমানে হযরত ইয়াহইয়া এবং হযরত ঈসা عَلَيْهِمَا السَّلَام দের প্রত্যক্ষ করেন, এই দু'জন খালাত ভাই। তৃতীয় আসমানে হযরত ইউসুফ عَلَيْهِ السَّلَام কে প্রত্যক্ষ করেন। চতুর্থ আসমানে হযরত ইদ্রিস عَلَيْهِ السَّلَام কে প্রত্যক্ষ করেন। পঞ্চম আসমানে হযরত হারূন عَلَيْهِ السَّلَام, ষষ্ট আসমানে হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام কে প্রত্যক্ষ করেন, অতঃপর সপ্তম আসমানে হযরত ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ্ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কে প্রত্যক্ষ করেন, তিনি عَلَيْهِ السَّلَام বাইতুল মা'মুরের সাথে হেলান দিয়ে উপবিষ্ট ছিলেন। (এই সকল আম্বিয়ায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে স্বাগতম জানান) **(বুখারী, কিতাবু মানাকিবিল আনসার, বাবুল মে'রাজ, ২/৫৮৪, হাদীস নং-৩৮৮৭। মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, ৮৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৪১৬)**

সিদরাতুল মুনতাহা

মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১৩৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"ফয়যানে মে'রাজ"** এর ৩৪ পৃষ্ঠায় রয়েছে: সপ্তম আসমানে হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ্ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর সাথে সাক্ষাৎ করার পর **হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সিদরাতুল মুনতাহার নিকট তাশরীফ নিয়ে আসেন।

www.dawateislami.net

(বুখারী, কিতাবু মানাকিবিল আনসার, বাবুল মে'রাজ, ২/৫৮৪, হাদীস নং-৩৮৮৭) এটি একটি নূরানী কুল গাছ, যার শিকড় ষষ্ট আসমানে এবং শাখা সপ্তম আসমানের উপর, (মিরাতুল মানাজিহ, ৮/১৪৩) এর ফল হাজর (নামক ইয়েমেনের শহরের) মাটিরপাত্রের ন্যায় বড় বড় এবং পাতা হাতির কানের ন্যায়। হযরত জিব্রীল عَلَيْهِ السَّلَام আরয করলেন: এটি হলো সিদরাতুল মুনতাহা। **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এখানে চারটি নদী প্রত্যক্ষ করলেন, যা সিদরাতুল মুনতাহার শিকড় থেকে বের হয়েছিলো, এরমধ্যে দু'টি তো প্রকাশ্য ছিলো এবং দু'টি গোপন। **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত জিব্রীল عَلَيْهِ السَّلَام কে জিজ্ঞাসা করলেন: হে জিব্রীল! এই নদীগুলো কিসের? আরয করলেন: গোপন নদীগুলো তো জান্নাত থেকেই (এগুলো হলো জান্নাতি নদী কাওসার ও সালসাবিল বা কাওসার এবং রহমতের নদী (মিরাতুল মানাজিহ, মে'রাজ কা বয়ান, ৮/১৪৪) এবং প্রকাশ্য নদীগুলো নীল এবং ফোরাত। (বুখারী, কিতাবু মানাকিবিল আনসার, বাবুল মে'রাজ, ২/৫৮৪, হাদীস নং-৩৮৮৭। মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, ৮৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৪১৬)

ইয়ে ইযযু জালাল আল্লাহ্! আল্লাহ্! ইয়ে অওজু কামাল আল্লাহ্! আল্লাহ্!
ইয়ে হুসন ও জামাল আল্লাহ্! আল্লাহ্! মে'রাজ কো দুলহা যাতে হে
দিওয়ানো! তাসাওউর মে দেখো! আসরা কে দুলহা কা জলওয়া
ঝুরমঠ মে মালায়িক লে কর ইনহে মে'রাজ কা দুলহা বানাতে হে

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ২৮৭ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ	মারহাবা	মে'রাজের মহত্ব	মারহাবা
বোরাকের ভাগ্য	মারহাবা	বোরাকের দ্রুততা	মারহাবা
আকসার শওকত	মারহাবা	নবীদের ইমামত	মারহাবা
আক্বার সম্মান	মারহাবা	আকাশের ভ্রমন	মারহাবা
লা-মকানের অধিবাসির মহত্ব	মারহাবা		

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

"ফয়যানে মে'রাজ" কিতাবের পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাসসাম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মে'রাজের ঈমানোদ্দীপক ঘটনার আরো বিস্তারিত জানতে এবং এ থেকে অর্জিত **মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহত্বের মাদানী ফুল কুড়াতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১৩৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব

www.dawateislami.net

"ফয়যানে মে'রাজ" অধ্যয়ন করা খুবই উপকারী। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ এই কিতাবে ❀ মে'রাজের ধারাবাহিক ধাপগুলোর বিস্তারিত ❀ মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত সফরের পর্যবেক্ষণ সমূহ ❀ আসমানের সফরের মাঝে জান্নাত ও দোযখ পর্যবেক্ষণ ❀ আম্বিয়ায়ে কিরামের সাথে সাক্ষাতের বিস্তারিত বিবরণ ❀ অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন মাদানী ফুল এবং ❀ মে'রাজ শরীফের সাথে সম্পর্কিত কয়েকটি কালাম ইত্যাদি খুবই উত্তম ও সহজভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং এই কিতাবটি মাকতাবাতুল মদীনা থেকে ন্যায্য মূল্যে সংগ্রহ করুন, অপর ইসলামী ভাইদেরও এর উৎসাহ প্রদান করুন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট www.dawateislami.net থেকেও এই কিতাবটি পড়তে পারবেন, ডাউনলোড (Download) এবং প্রিন্ট আউট (Print Out)ও করতে পারবেন।

"ফয়যানে রমযান" কিতাবের পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রমযান মাসের আগমণ খুবই সন্নিকটে, রমযানের ফয়যান দ্বারা মালামাল হওয়ার জন্য শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রচিত কিতাব **"ফয়যানে রমযান"** অধ্যয়ন করে নিন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ এই কিতাবে রোযা, তারাবিহ, সেহরী ও ইফতার, ইতিক্বাফ, সদকায়ে ফিতর এবং ঈদুল ফিতর ইত্যাদির ফযীলত ও বিধানাবলী সমূহ খুবই সহজভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যেহেতু এই মাসের রোযা আমাদের উপর ফরয, সেহেতু এই রোযার শরয়ী মাসআলা শেখাও আমাদের জন্য আবশ্যক এবং **"ফয়যানে রমযান"** এ রোযার সাধারণ মাসআলা ও বিধানাবলী বিদ্যমান, সুতরাং আজই এই কিতাবটি মাকতাবাতুল মদীনা থেকে ন্যায্য মূল্যে সংগ্রহ করুন, নিজে পড়ুন এবং অপর ইসলামী ভাইদেরও এর উৎসাহ প্রদান করুন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট www.dawateislami.net থেকেও এই কিতাবটি পড়তে পারবেন, ডাউনলোড (Download) এবং প্রিন্ট আউট (Print Out)ও করতে পারবেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

মকামে মুস্তাওয়া

যখন **প্রিয় আক্বা, হাবীবে কিবরীয়া** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সিদরাতুল মুনতাহা থেকে সামনে অগ্রসর হন তখন হযরত জিব্রীল عَلَيْهِ السَّلَام সেখানেই রয়ে গেলেন এবং সামনে অগ্রসর হতে অপারগতা প্রকাশ করলেন। (আল মাওয়াহিবু ল্লাদুন্নিয়া, আল মাকসাদুল হামিস, ২/৩৮১) **রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন যে, আমি জিব্রীল আমিনকে জিজ্ঞাসা করলাম: আপনি কি আপনার **রব তাআলা**কে দেখেছেন? তখন তিনি বললেন যে, আমার এবং আমার **রব তাআলা**র মাঝখানে নূরের সত্তরটি (৭০) পর্দা রয়েছে, যদি আমি এর কোন একটির নিকটও যাই তবে জ্বলে পুড়ে ভস্ম হয়ে যাবো।

(কানযুল উম্মাল, কিতাবুল কিয়ামাতি, বাবু রূইয়াতিল্লাহি তাআলা, কিসমুল আকওয়াল, ৭ম অংশ, ১৪/১৯১, হাদীস নং-৩৯২০৪)

জিব্রিল ঠেহের কর সিদরা পর বোলে জু বাড়ে হাম এক কদম
জ্বল জায়েঙ্গে সা'রে বাল ও পর আব হাম তো এহিঁ রেহ জা'তে হে

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ২৮৮ পৃষ্ঠা)

অতঃপর **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم (একা সিদরাতুল মুনতাহা থেকে) সামনে অগ্রসর হলেন এবং উপর দিকে সফর করে একটি স্থানে তাশরীফ নিয়ে গেলেন, যাকে মুস্তাওয়া বলা হয়, এখানে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কলমের কড়কড় শব্দ শুনতে পান। (বুখারী, কিতাবুস সালাত, ১৪১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৪৯) এটি সেই কলম ছিলো, যা দ্বারা ফিরিশতারা প্রতিদিন **আল্লাহ্ তাআলা**র বিধানাবলী লিখে থাকে এবং লৌহে মাহফুয থেকে এক বছরের ঘটনাবলী আলাদা আলাদা পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ করেন আর এই পুস্তিকা শাবানের পনের (১৫তম) রাতে সংশ্লিষ্ট আদেশদাতা ফিরিশতাদের নিকট সমর্পন করে দেয়া হয়। (মিরাতুল মানাজিহ, ৮/১৫৫)

শাবানুল মুয়াজ্জমের সাথে বিশেষ ভালবাসা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসলেই আমলনামা পরিবর্তন সম্পর্কে শাবানুল মুয়াজ্জম খুবই গুরুত্ব বহন করে এবং আগামী মাদানী মাস অর্থাৎ চন্দ্র মাস হচ্ছে **"শাবানুল মুয়াজ্জম"**, আমাদের উচিৎ যে, ফরয ও ওয়াজিব সমূহ আদায়ের পাশাপাশি শাবানুল মুয়াজ্জম মাসে নফল নামায এবং নফল রোযা বেশি বেশি করে রাখা, আমাদের **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই মোবারক

www.dawateislami.net

মাসকে নিজের দিকে সম্পর্কিত করে ইরশাদ করেন: شَعْبَانُ شَهْرِیْ وَرَمَضَانُ شَهْرُ اللّٰه অর্থাৎ শাবান আমার মাস এবং রমযান **আল্লাহ্ তাআলা**র মাস।

(জামে সগীর, হরফুশ শীন, ৩০১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৪৮৮৯)

শাবানের রোযার ফযীলত

আমাদের **প্রিয় আক্বা, মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শাবানুল মুয়াজ্জমের নফল রোযাকে রমযানুল মোবারকের ফরয রোযার পর সবচেয়ে উত্তম বলে ঘোষনা করেছেন এবং যেহেতু এই মাসে সমস্ত মানুষের আমল **আল্লাহ্ তাআলা**র দরবারে পৌঁছানো হয়, এই জন্য উম্মতকে উৎসাহ প্রদান করতেই এই মাসে নিজেও অধিক হারে রোযা রাখতেন। আসুন! শাবানুল মুয়াজ্জমের রোযার ফযীলত সম্পর্কে **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তিনটি বাণী শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করি:

১. **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে প্রশ্ন করা হলো যে, "রমযানের পর কোন রোযা উত্তম?" ইরশাদ করলেন: "রমযানের সম্মানের জন্য শা'বানের রোযা রাখা।" **(শুয়াবুল ঈমান, বাবুস সিয়াম, সওমু শাবান, ৩/৩৭৭, হাদীস নং-৩৮১৯)**

২. উম্মূল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا বর্ণনা করেন যে, **হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাসসাম, শাহে বনী আদম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পুরো শাবানের রোযা রাখতেন, তখন আমি আরয করলাম: সব মাসের মধ্যে কি আপনার নিকট সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয় শাবানের রোযা রাখা? ইরশাদ করলেন: হ্যাঁ! **আল্লাহ্ তাআলা** এই বছর মৃত্যুবরণকারী সকল প্রাণ লিখে দেন এবং আমার এটা পছন্দ যে, আমার বিদায় লগ্ন আসবে এবং আমি রোযা অবস্থায় থাকবো।

(মুসনাদে আবী ইয়ালা, ৪/২৭৭, হাদীস নং-৪৮৯০)

৩. ইরশাদ হচ্ছে: রজব এবং রমযানের মাঝে এই মাস, লোকেরা এর প্রতি উদাসীন। এতে মানুষের আমল **আল্লাহ্ তাআলা**র দিকে নিয়ে যাওয়া হয় এবং আমার এটা পছন্দ যে, আমার আমল এই অবস্থায় উঠানো হোক যে, আমি রোযা অবস্থায় থাকবো। **(শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফিস সিয়াম, সওমু শাবান, ৩/৩৭৭, হাদীস নং-৩৮২০)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ভাবুন তো যে, আমাদের **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইবাদতের অবস্থা তো এমন ছিলো যে, **তিনি** এই পবিত্র মাসে অন্যান্য মাসের তুলনায় নফল ইবাদত বেশি পরিমানে করতেন এবং

www.dawateislami.net

আর অপরদিকে আমরা! আমাদের জীবনে না জানি কতবারই শাবানুল মুয়াজ্জমের মোবারক মাস তাশরীফ নিয়ে এসেছে এবং ক্ষমা ও মাগফিরাতের সমন জারি করে ফিরে গেছে, কিন্তু দূর্ভাগ্যক্রমে আমরা এই মোবারক মাসে নিজের গুনাহ থেকে তাওবা করতে, ভবিষ্যতে গুনাহ থেকে বাঁচার দৃঢ় সংকল্প করতে, ফরয নামাযের নিয়মানুবর্তীতা রক্ষা করতে, দান ও সদকা করতে, কোরআনে করীমের তিলাওয়াত করতে, যিকির ও দরূদ পাঠ করতে, রোযা ও অন্যান্য নফল ইবাদত অধিকহারে পালন করতে এবং আপন **রব তাআলা**কে সন্তুষ্ট করতে নিস্ফল রয়ে গেলাম। **আল্লাহ্ তাআলা** ও **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টি অর্জন করতে, দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা ও মুক্তি অর্জন করার জন্য আমাদের অধিকহারে ইবাদত করা উচিৎ, রজব মাস ও শাবান মাসে নফল রোয়ার প্রতিও বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া করা উচিৎ, শাবানুল মুয়াজ্জমের পুরো মাস এবং বিশেষ করে ১৫ শাবানে অধিকহারে ইবাদত ও ইস্তিগফার করা উচিৎ এবং এর পাশাপাশি **আল্লাহ্ তাআলা**র নিকট নিজের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের জন্য দোয়াও করা উচিৎ।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আরশে উলা থেকেও উপরে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা **হুযুর নবীয়ে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আসমানী সফরের ঈমানোদ্দীপক আলোচনা শুনছিলাম যে, **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন সিদরাতুল মুনতাহা থেকে সামনে একা অগ্রসর হলেন এবং উপরের দিকে সফর করে মুস্তাওয়া নামক স্থানে পৌঁছেন, তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কলমের কড়কড় শব্দ শুনতে পান, যা দ্বারা ফিরিশতারা প্রতিদিনের আহকামে ইলাহী লিখেন। অতঃপর মুস্তাওয়া থেকে সামনে অগ্রসর হলে আরশ এলো, **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর থেকেও উপরে তাশরীফ নিয়ে গেলেন এবং সেখানে পৌঁছলেন, যেখানে স্বয়ং **"কোথায়"** এবং **"কখন"**ও শেষ হয়ে গিয়েছিলো। কেননা, এই শব্দগুলো স্থান ও যুগের জন্য বলা হয়ে থাকে আর যেখানে আমাদের **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পৌঁছলেন, সেখানে না স্থান ছিলো, না যুগ। এই কারণেই একে লা-মকান বলা হয়।

www.dawateislami.net

আল্লাহ্ কি রহমত সে সরওয়ার জা'পৌঁহছি দানা কি মঞ্জিল পর
আল্লাহ্ কা জলওয়া ভি দেখা দীদার কি লাযযাত পা'তে হে

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ২৮৮ পৃষ্ঠা)

এখানে **আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জত তাঁর প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সেই বিশেষ নৈকট্য দান করেছেন যে, যা কেউ পায়নি। হাদীস শরীফে এই বর্ণনার জন্য قَابَ قَوْسَيْن (ক্বাবা কাওসাঈন) শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। (বুখারী, কিতাবুত তাওহীদ, বাবু কওলিহি তাআলাঃ ওয়া কালামুল্লাহ্..., ৪/৫৮১, হাদীস নং-৭৫১৭) যা সেই সময়ই ব্যবহার করা হয়, যখন খুবই নিকটে এবং পাশে বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য হয়।

দীদারে ইলাহী এবং পরস্পর কথোপকথনের সৌভাগ্য

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাসসাম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শান ও মহত্বের একটি বৈশিষ্টপূর্ণ ও প্রকাশ্য গুরুত্বপূর্ণ দিক এটাও যে, মে'রাজের রাতে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সম্পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায় কপালের চোখে আপন প্রিয় **রব তাআলার** দীদার করেছেন। যেমনিভাবে হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ বিন আল হারিছ থেকে বর্ণিত যে, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস এবং হযরত কা'বুল আহবার رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا একটি বৈঠকে একত্রিত হলেন, তখন হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন যে, যে যাই বলুক, কিন্তু আমরা বনি হাশিমের লোকেরা এটাই বলি যে, নিঃসন্দেহে **হযরত মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আল্লাহ্ তাআলাকে** মে'রাজের সময় দু'বার দেখেছেন। এ কথা শুনে হযরত কা'বুল আহবার رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এমন উচ্চ আওয়াজে সাতবার শ্লোগান দিলেন যে, পাহাড় পর্বত কম্পন করে উঠলো এবং বললেন যে, নিশ্চয় হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام খোদার সাথে কথা বলেছেন এবং **হযরত মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم খোদাকে দেখেছেন। (সীরাতে মুস্তফা, ৭৩০ পৃষ্ঠা) (**রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আরশের উপর তাশরীফ নিয়ে যাওয়া এবং কোন পর্দা বিনা **রব তাআলার** দীদার করার ব্যাপারে আরো বিস্তারিত জানার জন্য **ফতোয়ায়ে রযবীয়া**, ৩০তম খন্ড, ৬৩৭ পৃষ্ঠার রিসালা (مُنَبِّهُ الْمُنْيَة بِوُصُوْلِ الْحَبِيْبِ اِلَى الْعَرْشِ وَالرُّؤْيَة) অধ্যয়ন করুন।)

ইয়ে শাহ নে পা'য়ি সা'আদত হে খালিক নে আতা কি যিয়ারত হে
যব ইক তাজাল্লি পড়তি হে মূসা তো গাশ খা জা'তে হে

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ২৮৮ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ	মারহাবা	মে'রাজের মহত্ব	মারহাবা
বোরাকের ভাগ্য	মারহাবা	বোরাকের দ্রুততা	মারহাবা
আকসার শওকত	মারহাবা	নবীদের ইমামত	মারহাবা
আক্বার সম্মান	মারহাবা	আকাশের ভ্রমন	মারহাবা
লা-মকানের অধিবাসির মহত্ব	মারহাবা		

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মুমিনের মে'রাজ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহত্বের আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক এটাও যে, **আল্লাহ্ তাআলা** যেমনি এই রাতে আপন **প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে মে'রাজ দান করেছেন, তেমনি **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সদকায় **তাঁর** উম্মতদের জন্যও মে'রাজের উপলক্ষ্য করলেন এবং নামাযের ন্যায় মহান ইবাদতের উত্তম উপহার লা-মকানে ডেকে নিয়ে দান করলেন, যা মুসলমানদের জন্য মে'রাজ।

যেমনটি প্রখ্যাত মুফাসসীরে কোরআন হযরত আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন যে, নিশ্চয় নামায মুমিনের জন্য মে'রাজ স্বরূপ। (রূহুল বয়ান, পারা ১৩, ইব্রাহিম, ৪ নং আয়াতের পাদটিকা, ৪০/৪২৯) সুতরাং আমাদের উচিৎ **আল্লাহ্ তাআলা**র এই মহৎ উপহারের গুরুত্ব প্রদান করে নামাযের নিয়মানুবর্তীতা রক্ষা করা, এতে দুনিয়া ও আখিরাতের অসংখ্য কল্যাণের পাশাপাশি একটি অসাধারণ উপকারীতাও রয়েছে যে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে প্রত্যেক নামাযের সাওয়াব **আল্লাহ্ তাআলা তাঁর** দয়া ও অনুগ্রহে দশগুণ দান করবেন, সুতরাং আজই নামাযের নিয়মানুবর্তীতা রক্ষার দৃঢ় নিয়্যত করে নিন যে, নেক কাজের শুধু নিয়্যত করাতেই একটি নেকী লিখে দেয়া হয় এবং পরে নিজের ভাল নিয়্যতের উপর আমল করে সেই আমলটি করে নেয়া হলে, দশটি নেকী লেখা হয়, আসুন! মে'রাজের রাতে নামায ফরয হওয়া সম্পর্কে, নামাযের ফযীলত এবং ভাল নিয়্যতের বরকত সম্পর্কে শ্রবণ করি।

www.dawateislami.net

নামায ফরয হওয়া এবং নিয়্যতের গুরুত্ব

হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাসসাম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন যে, (মে'রাজের রাতে) **আল্লাহ্ তাআলা** আমার উপর একদিনে ও রাতে পঞ্চাশ (৫০) ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন, যখন আমি হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর নিকট পৌঁছলাম, তখন তিনি বললেন: আপনার **রব তাআলা** আপনার উম্মতের জন্য কি ফরয করেছেন? আমি বললাম: প্রতিদিন ও রাতে পঞ্চাশ (৫০) ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام বললেন: আপনি রব তাআলার নিকট গিয়ে এই নামাযগুলোকে কমিয়ে নিয়ে আসুন, আপনার উম্মত পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায আদায় করতে পারবে না। কেননা, আমি বণী ইসরাঈলকে পরীক্ষা করে নিয়েছি, (তাদের উপর দিনে রাতে শুধু মাত্র দুই ওয়াক্ত নামায ফরয ছিলো, যা তারা আদায় করতে পারেনি, তবে আপনার উম্মত পঞ্চাশ (৫০) ওয়াক্ত নামায কিভাবে আদায় করবে! আমাদের **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা, মে'রাজ রাতের দুলহা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন যে,) আমি আমার **রব তাআলা**র নিকট ফিরে গেলাম এবং আরয করলাম: হে আমার **রব তাআলা**! আমার উম্মতের প্রতি কিছু সহজতা করুন, **আল্লাহ্ তাআলা** পাঁচ ওয়াক্ত নামায কমিয়ে দিলেন, আমি মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর নিকট পৌঁছলাম এবং বললাম যে, **আল্লাহ্ তাআলা** পাঁচ ওয়াক্ত নামায কমিয়ে দিয়েছেন। হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام বললেন: আপনার উম্মত এই নামাযও পড়তে পারবে না এবং গিয়ে আরো কমানোর আরযী করুন, **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর নিকট থেকে **আল্লাহ্ তাআলা**র দরবারে এভাবে আসা যাওয়া চলছিলো (অর্থাৎ **আল্লাহ্ তাআলা**র দরবার থেকে প্রতিবার কিছুটা কমানো হতো, কিন্তু এরপরও মূসা عَلَيْهِ السَّلَام আরো কমানোর জন্য আমাকে **আল্লাহ্ তাআলা**র দরবারে পাঠাতেই রইলো) এমনকি (যখন শুধুমাত্র পাঁচ ওয়াক্ত নামায বাকী রইলো) **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করলেন: হে **মুহাম্মদ** (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)! দিনে ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায এবং এই প্রত্যেকটি নামাযে দশগুণ প্রতিদান পাওয়া যাবে, সুতরাং (প্রতিদান ও সাওয়াবের হিসেবে) তা পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাযের সমান হয়ে যাবে এবং (আরো দয়া ও অনুগ্রহ এটাও যে,) যে ব্যক্তি নেক কাজের নিয়্যত করলো অথচ সে ঐ নেক

www.dawateislami.net

কাজ করতে পারলো না, তবে তার জন্য (শুধু নিয়্যতের কারণেই) একটি নেকী লিখে দেয়া হবে এবং যদি সে ঐ নেক কাজ করে নেয় তবে দশটি নেকী লেখা হবে।

(মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাবুল আসরা...., ৮৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৪১১)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদেরও উচিৎ যে, প্রতিটি নেক ও জায়িয কাজের পূর্বে ভাল ভাল নিয়্যত করে নেয়া, যেন সেই কাজ করার পূর্বেই প্রতিদান ও সাওয়াবের স্তুপ পরে যায়। **আল্লাহ্ তাআলা**র কোটি কোটি দয়া ও অনুগ্রহ যে, তিনি আমাদেরকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ন্যায় সুন্দর মাদানী পরিবেশ এবং শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর ন্যায় মহান ব্যক্তিত্ব দান করেছেন, যিনি না শুধু নিজের মুরীদ এবং ভক্তদের জন্য বরং সকল মুসলমানের কল্যাণ কামনায় ভাল ভাল নিয়্যত সম্পর্কে খুবই চমৎকার এবং অনন্য রিসালা **"সাওয়াব বৃদ্ধি করার উপায়"** লিপিবদ্ধ করেছেন, যার সাহায্যে আমরা বিভিন্ন প্রকারের নেক এবং জায়িয কাজের পূর্বে ভাল ভাল নিয়্যত করে অনেক বেশি প্রতিদান ও সাওয়াব অর্জন করতে পারি।

আসুন! নিয়্যত করি যে, **আজকের পর আমার আর কোন নামায কাযা হবে না.....নিয়মিত নামায পড়ার বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ রাখবো.....রযমানের ফরয রোযা নিয়মিতভাবে আদায় করার ব্যবস্থা করবো.....গীবত করবোও না শুনবোও না.....১২ মাদানী কাজে আমলীভাবে অংশগ্রহণ করবো.....মসজিদ ভরো সংগঠনে নিজের অন্তর্ভূক্তির জন্য ফযরে সাদায়ে মদীনাও লাগাবো।** اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ

আচ্ছি আচ্ছি নিয়্যতোঁ কা, হো খোদা জযবা আতা, বান্দায়ে মুখলিস বানা, কর আফয়ুঁ মেরী হার খাতা।

(সাওয়াব বৃদ্ধি করার উপায়, ৬৪ পৃষ্ঠা)

সাদায়ে মদীনা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মুসলমানদের একে অপরের সংশোধনের চেষ্টা করার মন-মানসিকতা তৈরিতে, তাদের অন্তরে নামাযের গুরুত্ব সৃষ্টি করতে, জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো আমল থেকে বাঁচতে এবং জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার মতো আমল করার এক উত্তম উপায় ১২টি মাদানী কাজে আমলীভাবে অংশগ্রহণ

www.dawateislami.net

করা, ১২টি মাদানী কাজের মধ্যে একটি মাদানী কাজ হলো **"সাদায়ে মদীনা"**। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে ফযরের নামাযের জন্য মুসলমানদেরকে জাগানোকে **"সাদায়ে মদীনা লাগানো"** বলা হয় এবং মুসলমানদেরকে নামাযের অনুসারী বানাতে এবং বিশেষকরে ফযরের নামায আদায়ে অভ্যস্থ করতে সাদায়ে মদীনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, সুতরাং আমাদের সাদায়ে মদীনা লাগানোর সৌভাগ্য অবশ্যই অর্জন করা উচিৎ। ফযরের নামাযের জন্য মুসলমানদের জাগানো আমাদের **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মোবারক আমল হিসেবেও প্রমানিত।

যেমনিভাবে এক আনসারী সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: একবার আমি **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে ফযরের নামাযের জন্য বের হলে **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ঘুমন্ত ব্যক্তিদের নিকট দিয়ে যেতেন এবং তাদের নামাযের জন্য আওয়াজ দিতেন বা কদম মোবারক দিয়ে নাড়া দিতেন। (আবু দাউদ, কিতাবুত তাতুয়্যু, বাবুল ইদতিজা বা'দুহা, ২/৩৩, হাদীস নং-১২৬৪) সুতরাং চেষ্টা করে প্রতিদিন ফযরের আযানের পর সাদায়ে মদীনা লাগানোতে অভ্যস্ত হোন। আসুন! উৎসাহ গ্রহণার্থে সাদায়ে মদীনা লাগানোর বরকত দ্বারা ঈমানোদ্দীপক বাহার শ্রবণ করি।

'সাদায়ে মদীনা' দেখাও মদীনা

ঠিঙ্গ মোড় (কসুর, পাঞ্জাব, পাকিস্তান) এর এলাকা ইলাহাবাদের স্থানীয় এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারর্মম হচ্ছে: اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত তো ছিলাম, কিন্তু মাদানী কাজে অলসতার স্বীকার ছিলাম। সৌভাগ্যক্রমে মুহাররামুল হারাম ১৪৩১ হিজরী, জানুয়ারী ২০১০ এ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ডিভিশন মুশাওয়ারাতের যিম্মাদার ইসলামী ভাইয়ের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ হয়, যখন তিনি আমার মাদানী কাজে অনাগ্রহের কথা জানতে পারলেন তখন ইনফিরাদী কৌশিশ করে না শুধু মাদানী কাজের মানসিকতা দিলেন বরং নিয়মিত সাদায়ে মদীনা দেয়ার উৎসাহও দিলেন এবং এপ্রসঙ্গে তিনি আমাকে শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বাণী **"সাদায়ে মদীনা দেখাও মদীনা"**ও শুনালেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমার মানসিকতা তৈরী হয়ে গেলো এবং মদীনায়

www.dawateislami.net

উপস্থিত হওয়ার বাসনায় পরের দিন থেকেই আমি এতে আমল করা শুরু করে দিলাম। সাদায়ে মদীনা লাগানো শুরু করতেই আমার উপর **আল্লাহ্ তাআলা** এবং **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দয়া হয়ে গেলো। আমারতো ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়ে গেলো, সৌভাগ্যের নক্ষত্র এভাবে চমকালো যে, সেই বছরই আমার দরবারে **মুস্তফা**য় উপস্থিতির সৌভাগ্য নসীব হয়ে গেলো। আরো দয়া হলো যে, সাদায়ে মদীনার বরকতে আমার বড় ভাইয়েরও হজ্বের সৌভাগ্য অর্জিত হয়ে গেলো।

"সাদায়ে মদীনা" দোঁ রোজানা সদকা আবু বকর ও ফারূখ কা ইয়া ইলাহী!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১০৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! মে'রাজের সফরে **হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আরো মহত্ব সম্পর্কে শ্রবণ করি, মে'রাজ শরীফে **মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহত্বের একটি দিক এটাও যে, **আল্লাহ্ তাআলা** মে'রাজের রাতে আপন **প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সদকায় আপন নৈকট্যশীল ফিরিশতাদের অনেকদিনের পুরোনো বিভ্রান্তি এবং কষ্ট দূর করে দিয়েছেন।

যেমনিভাবে বর্ণিত রয়েছে; উচ্চ মর্যাদার ফিরিশতারা চার হাজার বছর ধরে চারটি মাসআলা সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করছিলেন, কিন্তু এরপরও সেই মাসআলা ঐসব বড় বড় ফিরিশতাদের দ্বারা সমাধান হচ্ছিলো না, যখন **হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দুনিয়ায় তাশরীফ নিয়ে আসতেই সেই ফিরিশতাদের দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিলো যে, এই কঠিন মাসআলা **তাঁর** দ্বারাই সমাধান হবে। সুতরাং সেই সব ফিরিশতারা নিজেদের সেই সমস্যা সমাধান করার জন্য খুবই বিনয় এবং নম্রতা সহকারে **আল্লাহ্ তাআলা**র দরবারে আবেদন করলেন, তখন **আল্লাহ্ তাআলা** আপন **প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে নিজের দিকে আহবান করলেন এবং নিজের নৈকট্য ও কথোপকথনের নেয়ামত দান করলেন, **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা, মে'রাজ রাতের দুলহা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন যে, আমি আমার **রব তাআলা**কে খুবই সুন্দর ও উত্তম আকৃতিতে দেখেছি, **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন: **হে মাহবুব**! তা এমন কোন মাসআলা, যার কারণে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ফিরিশতারা

www.dawateislami.net

বিভ্রন্তিতে পরে আছে? আমি আরয করলাম: হে আমার **রব তাআলা**! আপনি ভালভাবেই অবগত যে, তা কেমন মাসআলা, **আল্লাহ্ তাআলা তাঁর** অসাধারণ কুদরতের হাত আমার দু'কাঁধের মাঝে রাখলেন, তখন এর শীতলতার প্রভাব আমি আমার বুকে অনুভব করলাম। এরপর (**আল্লাহ্ তাআলা** আবারো) ইরশাদ করলেন: হে **মাহবুব**, তা এমন কোন মাসআলা, যাতে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ফিরিশতারা চিন্তা ভাবনা করছে (এবং যা তারা সমাধান করতে পারছে না)? আমি আরয করলাম: ফিরিশতারা চারটি বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করছে: (১) কাফফরা (২) মুক্তি প্রদানকারী বিষয়াবলী (৩) মর্যাদা এবং (৪) ধ্বংসশীল বিষয়াবলী। **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন: হে আমার **মাহবুব**, আপনি সত্যিই বলেছেন, অতঃপর **আল্লাহ্ তাআলা** ফিরিশতাদের ইরশাদ করলেন: হে আমার ফিরিশতারা! তোমাদের সমস্যা সমাধান করার সুযোগ এসে গেছে, সুতরাং তোমাদের সমস্যা বর্ণনা করো। সুতরাং হযরত আযরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام আরয করলেন: কাফফারা কি? (অর্থাৎ তা এমন কোন আমল যার কারণে **আল্লাহ্ তাআলা** বান্দাদের গুনাহ ক্ষমা করে দেন) **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: তা হচ্ছে তিনটি কাজ। একটি হলো যে, কঠিন শীতে সম্পূর্ণ অযু করা (অর্থাৎ অযুর সকল অঙ্গে ভালভাবে পানি পৌঁছানো, যেন অযু পুরপূর্ণ হয়ে যায়) দ্বিতীয়টি হলো যে, জামাআত সহকারে নামায আদায়ের জন্য পায়ে হেটে যাওয়া, তৃতীয়টি হলো যে, এক ওয়াক্ত নামায আদায়ের পর অপর ওয়াক্তের জন্য অপেক্ষা করা (এই তিনটি আমল গুনাহকে মিটিয়ে দেয়)। অতঃপর হযরত মিকাঈল عَلَيْهِ السَّلَام আরয করলেন: মর্যাদা কি? (অর্থাৎ তা এমন কি কাজ, যার কারণে মানুষের মর্যাদা উচ্চ হয়) **হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: **আল্লাহ্ তাআলার** সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ক্ষুধার্তকে খাবার খাওয়ানো, মানুষের মাঝে সালামকে প্রসারিত করা এবং রাতের বেলায় নফল নামায পড়া, যখন মানুষ ঘুমানো অবস্থায় থাকে। (এই তিনিটি আমল **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে মর্যাদা বৃদ্ধির উপায়) অতঃপর হযরত জিব্রীল عَلَيْهِ السَّلَام আরয করলেন: মুক্তি প্রদানকারী বিষয়াবলী কি? (অর্থাৎ তা এমন কি কাজ যাতে আমল করলে আযাব থেকে মুক্তি পাওয়া যায়) **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: প্রকাশ্য এবং গোপনীয় অবস্থায় **আল্লাহ্ তাআলাকে** ভয় করা, অভাব এবং ধনশীলতা সর্বাবস্থায় মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা এবং রাগ ও

www.dawateislami.net

নম্রতা উভয় অবস্থায় ন্যায়পরায়নতা অবলম্বন করা। (এই তিনটি কাজই মুক্তির উপায়) অতঃপর হযরত ইযরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام আরয করলেন: ধ্বংসশীল বিষয়াবলী কি? (অর্থাৎ তা এমন কি কাজ, যা করাতে মানুষ ধ্বংসের সম্মূখীন হয়) **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: একটি হলো যে, কৃপণতার আনুগত্য করা। (অর্থাৎ কৃপণ যেভাবে আদেশ দেয়, সেভাবেই আমল করে কৃপণতার সহিত কাজ সম্পাদন করা) দ্বিতীয়টি হলো যে, নফসের চাহিদার অনুস্বরণ করা। তৃতীয়টি হলো যে, মানুষ নিজেকে নিজে অন্যের চেয়ে উত্তম মনে করা। (এই তিনটি কাজই ধ্বংসের কারণ) অতঃপর **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন: আমার হাবীব সত্য বলেছেন।

(বরিকাতু মাহম্মদীয়া শরহে তরিকায়ে মুহাম্মদীয়া, ২/২৯৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শুনলেন তো আপনারা যে, **আল্লাহ্ তাআলা** আমাদের **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে কিরূপ বিশেষায়িত মহত্ব দান করেছেন, আমাদের উচিৎ যে, আমরা সর্বদা শুধু **হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহত্বের গীত গাইতে থাকবো না বরং **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি নিজের সত্যিকার ভালবাসা প্রকাশ করে সুন্নাতের উপর অধিকহারে আমল, গুনাহকে ঘৃণা এবং নেক আমলের আধিক্য করে নিজের অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করা। মনে রাখবেন! মে'রাজের রাতে **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জান্নাতে যেমন আনুগত্যশীল বান্দার প্রতি প্রেরিত **আল্লাহ্ তাআলার** দয়া দাক্ষিণ্য প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তেমনি জাহান্নামে অবাধ্যদের প্রতি **আল্লাহ্ তাআলার** কহর এবং আটকও দেখেন, যারা নিজের গুনাহের কারণে খুবই কষ্টদায়ক আযাবে লিপ্ত ছিলো। আসুন! শিক্ষাগ্রহণের জন্য কয়েকটি আযাব সম্পর্কে শ্রবণ করি।

নিজের মাংস ভক্ষনকারী লোক

মে'রাজের রাতে **হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর গমণ কিছু এমন লোকের নিকট দিয়ে হলো, যাদের উপর কিছু লোক নিযুক্ত ছিলো, তাদের (নিযুক্ত লোকদের) মধ্যে কিছু লোক ঐ লোকেদের চোয়াল খোলা অবস্থায় রেখে

www.dawateislami.net

ছিলো আর কিছু অন্য লোকেদের মাংস কাটছিলো এবং রক্তসহ তাদের মুখে ঢুকিয়ে দিতো। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জিজ্ঞাসা করলেন যে, হে জিব্রাঈল! এরা কারা? আরয করা হলো: এরা লোকদের গীবতকারী এবং দোষ অন্বেষণকারী।

(মুসনাদুল হারিস, কিতাবুল ঈমান বাবু মাজাআ ফিল আসরা, ১/১৭২, হাদীস নং-২৭)

পূঁজের মধ্যে সাপ

সরওয়ারে জীশান, মাহবুবে রহমান صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মে'রাজের রাতে আমি কিছু লোকের নিকট এলাম, যাদের পেট ঘরের ন্যায় (বড় বড়) ছিলো এবং এর মধ্যে সাপ বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছিলো। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: জিব্রীল! এরা কারা? বললো: এরা সূদখোর।

(সুনানে ইবনে মাজাহ, কিতাবুত তিজারাত, বাবুত তাগলিয ফির রিবাহ, ৩৬৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২২৭৩)

মাথা পিষ্ট করার আযাব

মে'রাজের রাতে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এমন লোকেরদের নিকট তাশরীফ নিয়ে গেলেন, যাদের মাথা পাথর দ্বারা পিষ্ট করা হচ্ছিলো, প্রতিবার পিষ্ট করার পর আবারো পূর্বের ন্যায় ঠিক হয়ে যেতো এবং (আবারো পিষ্ট করা হতো), এই ব্যাপারে তাদের কোন অলসতা হতো না। **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত জিব্রীল عَلَيْهِ السَّلَام থেকে জিজ্ঞাসা করলেন: হে জিব্রাঈল! এরা কারা? আরয করা হলো: এরা ঐ লোক যাদের মস্তক নামাযের কারণে ভারী হয়ে যেতো।

(মাজমউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল ঈমান, বাবু মিনহু ফি আসরা, ১/৯২, হাদীস নং-২৩৫)

আগুনের প্রশাখায় ঝুলোনো ব্যক্তি

মে'রাজের রাতে **নবীদের সর্দার, রাসূলদের সিপাহসালার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দোযখে কিছু এমনও লোক দেখেন, যারা আগুনের শাখায় ঝুলে আছে। **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জিজ্ঞাসা করলেন: হে জিব্রাঈল! এরা কারা? আরয করা হলো: এরা হলো ঐ সকল লোক, যারা দুনিয়ায় নিজের পিতামাতাকে গালি দিতো।

(আয যাওয়াজির, কিতাবুন নাফকাত আলায যাওজাত..., ২/১২৫)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন যে, আমাদের **প্রিয় আক্বা, মে'রাজের দুলহা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জাহান্নামে যে লোকদের আযাবে লিপ্ত দেখেছেন,

www.dawateislami.net

তাদের মধ্যে গীবতকারী, সূদখোর, বেনামাযী এবং পিতামাতাকে গালি প্রদানকারীরাও অন্তর্ভূক্ত। আমাদেরও উচিৎ যে, আজ সত্য অন্তরে গুনাহ থেকে তাওবা করে নিজের অবশিষ্ট জীবন নেকীতে অতিবাহিত করার নিয়্যত করা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ইতিকাফের প্রেরণা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! গুনাহ থেকে বাঁচার উত্তম পন্থা হলো **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া, প্রতি মাসে ৩দিনের মাদানী কাফেলায় সফর, মাদানী ইনআমাতের উপর আমল এভং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধীনে পুরো রমযান মাস বা শেষ দশদিনের ইতিকাফে অংশগ্রহণ করা। আশিকানে রমযান ইসলামী ভাইদের জন্য সুসংবাদ হলো যে, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ রমযানুল মোবারক মাসের শুভাগমন অতি সন্নিকটে এবং এই মোবারক মাসের বরকতের কথাই কি বলবো! এই মোবারক মাসে অধিকহারে ইবাদত ও তিলাওয়াত এবং যিকির ও দরূদ পাঠ করে নিজের আমলনামায় অধিকহারে নেকী লেখানোর সুযোগ অনেক গুণে বেড়ে যায়। আমাদেরও উচিৎ যে, গুনাহ থেকে স্বয়ং নিজেকে বাঁচাতে এবং দিন রাত নেকীতে অতিবাহিত করতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধীনে পুরো রমযানের ইতিকাফে অংশগ্রহনের শুধু নিজের নিয়্যত নয় বরং অন্যান্য ইসলামী ভাইদেরও ইনফিরাদি কৌশিশ করে প্রস্তুত করা। **মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী: مَنِ اعْتَكَفَ اِيْمَاناً وَّاِحْتِسَاباً غُفِرَلَهٗ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঈমান সহকারে সাওয়াব অর্জনের নিয়্যতে ইতিকাফ করে, তার পূর্বের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(জামে সগীর, ৫১৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৮৪৮০)

ইয়া খোদা মাহে রমযান কে সদকে সাচ্ছি তাওবা কি তৌফিক দেয় দেয়
নেক বন জায়োঁ জি চাহতা হে ইয়া খোদা তুঝ সে মেরী দোয়া হে

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১৩৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সম্ভব হলে প্রতি বছর, না হয় জীবনে কমপক্ষে একবার তো পুরো রমযানুল মোবারক মাসের ইতিকাফ করে নিন। **প্রিয় আক্বা, মক্কী**

www.dawateislami.net

মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم রমযান শরীফে ইবাদতের জন্য বিশেষভাবে ব্যবস্থা নিতেন। যেহেতু রমযান মাসে শবে কদরকেও গোপন রাখা হয়েছে, সুতরাং সেই মোবারক রাতের সন্ধানে **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একবার পুরো রমযান মাসের ইতিকাফ করেছেন। আর এমনিতেও মসজিদে অবস্থান করা অনেক বড় সৌভাগ্যের বিষয় এবং ইতিকাফকারীর তো কথাই নেই যে, **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টি অর্জনে নিজেকে সকল ব্যস্ততা থেকে অবসর করে মসজিদেই অবস্থান করেন। **ফতোওয়ায়ে আলমগীরি**তে বর্ণিত রয়েছে: "ইতিকাফের উপকারিতা একেবারে স্পষ্ট। কেননা, এতে বান্দা **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য সম্পূর্ণরূপে নিজেকে **আল্লাহ্ তাআলা**র ইবাদতে লিপ্ত করে দেয়, আর দুনিয়ার ঐসব কাজকর্ম থেকে পৃথক হয়ে যায়। ইতিকাফকারীর সম্পূর্ণ সময়টুকু প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে নামাযের মধ্যে অতিবাহিত হয়। (কেননা, নামাযের জন্য অপেক্ষা করাও নামাযের ন্যায় সাওয়াব।) মূলতঃ ইতিকাফের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে জামাআত সহকারে নামাযের জন্য অপেক্ষা করা। ইতিকাফকারীরা ঐসব (ফিরিশতার) সাথে সামঞ্জস্য রাখে, যারা **আল্লাহ্ তাআলা**র নির্দেশ অমান্য করেন না এবং যে নির্দেশই তাঁরা পান, তাই পালন করেন, আর তাঁদের সাথে সামঞ্জস্য রাখে, যারা রাতদিন **আল্লাহ্ তাআলা**র তাসবীহ পাঠ করতে থাকেন এবং তাতে বিরক্তি বোধ করেন না। **(ফাতোওয়ায়ে আলমগীরি, ১/২১২)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন যে, ইতিকাফে নেকী অর্জনের কিরূপ সুযোগ লাভ হয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধীনে রমযানুল মোবারকে ইতিকাফের আয়োজনকে সংগঠিত করার জন্য অনেক মজলিশ ও যিম্মাদরের নিয়োগ দেয়া হয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ শুধু বাংলাদেশে নয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অসংখ্য মসজিদে পুরো রমযানুল মোবারক মাস এবং শেষ দশদিনের সম্মিলিত ইতিকাফের আয়োজন করা হয়। এতে হাজারো ইসলামী ভাই ইতিকাফকারী হয়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে আদায় করার পাশাপাশি অন্যান্য ইবাদতের সৌভাগ্য অর্জন করে, এছাড়াও ইতিকাফে অযু, গোসল, নামায, রোযা এবং অন্যান্য শরয়ী মাসআলা মাসায়িলও শেখানো হয় এবং প্রতিদিন দু'ঘন্টা মাদানী মুযাকারার মাধ্যমে শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه থেকে জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলীর চিত্তাকর্ষক

www.dawateislami.net

এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় ভরপুর উত্তর দ্বারা জ্ঞানের বড় ভান্ডারও কুক্ষিগত হয়। তাছাড়া অনেক ইতিকাফকারী রমযানুল মোবারক শেষ হতেই চাঁদ রাতেই আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতের প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় মুসাফির হয়ে যায়। অনেক সৌভাগ্যবান আশিকে রমযান বিভিন্ন কোর্স যেমন; **"আমল সংশোধন কোর্স, ১২ মাদানী কাজ কোর্স, ফয়যানে নামায কোর্স, ইমামত কোর্স, মুদাররীস কোর্স"** ইত্যাদি করারও সৌভাগ্য লাভ করে থাকে।

রহমতে হক সে দামন তুম আ'কর ভরো মাদানী মাহোল মে কর লো তুম ইতিকাফ
সুন্নাতেঁ শিখনে কে লিয়ে আ'ও তুম মাদানী মাহোল মে কর লো তুম ইতিকাফ
ফযলে রব সে গুনাহোঁ কি কালাক ধুলে মাদানী মাহোল মে কর লো তুম ইতিকাফ
নেকীয়োঁ কা তুমহে খুব জযবা মিলে মাদানী মাহোল মে কর লো তুম ইতিকাফ
ভাই গর চাহতে হো "নামাযে পড়ো" মাদানী মাহোল মে কর লো তুম ইতিকাফ
নেকীয়োঁ মাই তামান্না হে " আগে বাড়ো" মাদানী মাহোল মে কর লো তুম ইতিকাফ
তুম কো রা'হাত কি নে'মত আগর চাহিয়ে মাদানী মাহোল মে কর লো তুম ইতিকাফ

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৪০ পৃষ্ঠা)

মাদানী ফান্ড সংগ্রহের উৎসাহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দা'ওয়াতে ইসলামী হচ্ছে, তবলীগে কোরআন ও সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন, যার মাদানী বার্তা এই পর্যন্ত প্রায় ২০০টিরও বেশি দেশে পৌঁছে গেছে, اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী** দ্বীনের খেদমতে ১০০টিরও বেশি বিভাগে মাদানী কাজ করে যাচ্ছে, শুধু জামেয়াতুল মদীনা (বালক ও বালিকা), মাদরাসাতুল মদীনা (বালক ও বালিকা) এবং মাদানী চ্যানেলের বাৎসরিক ব্যায় কোটি টাকা নয় বরং বিলিয়ন টাকা। জামেয়াতুল মদীনার মাধ্যমে এই পর্যন্ত হাজারো ওলামায়ে কিরাম তৈরী হয়েছে এবং নিজের খেদমত বিভিন্ন বিভাগে পেশ করে দ্বীন ইসলামের উন্নতিতে নিজের অংশ অন্তর্ভূক্ত করে থাকে, এমনিভাবে "মাদরাসাতুল মদীনা" থেকে প্রায় ৬৯১০০ (উনসত্তর হাজার একশ) জন মাদানী মুন্না এবং মাদানী মুন্নী কোরআনের হিফয এবং প্রায় ১৯৫২৪২ (এক লক্ষ পচাঁনব্বই হাজার দুই শত বিয়াল্লিশ) জন কোরআনের নাজেরা পড়ার সৌভাগ্য লাভ করে, প্রতি বছর রমযান মাসে তারাবীর নামাযে হাজারো হাফিয কোরআনের তিলাওয়াত শুনা/ শুনানোর সৌভাগ্য অর্জন করে থাকে। গত বছরও এই দুটি বিভাগের হাজারো হাফিয

www.dawateislami.net

সাহেব দেশ বিদেশে তারাবির নামাযে কোরআনে করীমের তিলাওয়াত শুনা/ শুনানোর সৌভাগ্য অর্জন করেছে।

দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাজের জন্য যাকাত, সদকা, মাদানী দান অনুদান দেয়ার পাশাপাশি নিজের আত্মীয় স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু বান্ধবের প্রতি ইনফিরাদি কৌশিশ করে তাদেরও **আল্লাহ্ তাআলা**র পথে ব্যয় করার ফযীলত জানিয়ে মদানী ফান্ড জমা করুন।

আসুন! আমরাও **আল্লাহ্ তাআলা**র পথে ব্যয় করার প্রেরণা পাওয়ার জন্য সদকার ফযীলত সম্পর্কে কয়েকটি হাদীসে মোবারাকা শ্রবণ করি।

১. সদকা অকল্যাণের সত্তরটি (৭০) দরজা বন্ধ করে দেয়।

(আল মু'জামুল কাবীর, ৪/২৭৪, হাদীস নং-৪৪০২)

২. প্রত্যেক ব্যক্তি (কিয়ামতের দিন) নিজের সদকার ছায়ায় থাকবে, এমনকি মানুষের মাঝে ফয়সালা করে দেয়া হবে। **(আল মু'জামুল কাবীর, ১৭/২৮০, হাদীস নং-৭৭১)**

৩. নিশ্চয় সদকা প্রদানকারীকে সদকা কবরের গরম থেকে রক্ষা করবে এবং নিঃসন্দেহে মুসলমান কিয়ামতের দিন সদকার ছায়ায় থাকবে।

(শুয়াবুল ঈমান, বাবুয যাকাত, আত তাহরীছ আলা সদকাতিত তাতয়্যু', ৩/২১২, হাদীস নং-৩৩৪৭)

৪. নিশ্চয় সদকা **রব তাআলা**র গযবকে নির্বাপিত করে এবং মন্দ মৃত্যুকে দূরীভূত করে। **(তিরমীযি, কিতাবুয যাকাত, বাবু মাজাআ ফি ফাদলিস সদকাতি, ২/১৪৬, হাদীস নং-৬৬৪)**

৫. ভোরে সদকা দাও। কেননা, বিপদ সদকার অগ্রে কদম বাড়ায় না।

(শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফিয যাকাত, আত তাহরীছ আলা সদকাতিত তাতায়্যু', ৩/২১৪, হাদীস নং-৩৩৫৩)

৬. নিশ্চয় মুসলমানের সদকা বয়সকে বৃদ্ধি করে এবং মন্দ মৃত্যুকে বাধা প্রদান করে আর **আল্লাহ্ তাআলা**র বরকতে সদকা প্রদানকারী থেকে অহঙ্কার ও বড়ত্ব এবং গর্ববোধ করার মন্দ অভ্যাস দূর করে দেয়। **(আল মু'জামুল কাবীর, ১৭/২২, হাদীস নং-৩১)**

৭. যে **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সদকা করবে, তবে তা (সদকা) তার এবং আগুনের মাঝখানে আড়াল হয়ে যায়।

(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুয যাকাত, বাবু ফদলিস সদকা, ৩/২৮৬, হাদীস নং-৪৬১৭)

৮. নামায (ঈমানের) দলীল এবং রোযা (গুনাহের) ঢাল আর সদকা গুনাহকে এভাবে মিটিয়ে দেয়, যেমন পানি আগুনকে।

(তিরমীযি, আবওয়াবুস সফর, বাবু মা যুকিরা ফি ফদলিস সালাত, ২/১১৮, হাদীস নং-৬১৪)

www.dawateislami.net

ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **ফতোয়ায়ে রযবীয়া**র ২৩তম খন্ডের ১৫২ পৃষ্ঠায় সদকার ফযীলত সম্পর্কিত হাদীস শরীফ উল্লেখ করে এর ফযীলতগুলোকে ২৫টি মাদানী ফুলে এমনিভাবে সন্নিবেশ করেছেন: এই হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, যে মুসলমান এই আমলে ভালো নিয়্যত ও পবিত্র সম্পদ দ্বারা অংশগ্রহণ করবে, তাদের **আল্লাহ্** তআলার দয়া ও **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পক্ষ থেকে অর্জিত দানের বরকতে ২৫টি উপকারীতা অর্জিত হওয়ার আশা করা যায়: (১) **আল্লাহ্ তাআলা**র দানক্রমে মন্দ মৃত্যু থেকে বাঁচবে, মন্দ মৃত্যুর সত্তরটি (৭০) দরজা বন্ধ হবে। (২) বয়স বৃদ্ধি পাবে। (৩) তার পরিসংখ্যান বৃদ্ধি পাবে। (৪) রিযিকে প্রশস্ততা, সম্পদের আধিক্য হবে, তার স্বভাবে কখনো মুখাপেক্ষীতা হবে না। (৫) কল্যাণ ও বরকত অর্জিত হবে। (৬) বিপদাপদ দূর হবে, মন্দ ঋণ দূরিভূত হবে, সত্তরটি (৭০) মন্দের দরজা বন্ধ হবে, সত্তর প্রকারের বিপদ দূর হবে। (৭) তার শহর আবাদ হবে। (৮) সহায়হীনতা দূর হবে। (৯) ভয়ের আশঙ্কা দূর হবে এবং চিত্তে সন্তোষ নসীব হবে। (১০) **আল্লাহ্ তাআলা**র সাহায্য অন্তর্ভূক্ত হবে। (১১) **আল্লাহ্ তাআলা**র রহমত তার জন্য ওয়াজিব হবে। (১২) ফিরিশতারা তার প্রতি দরূদ প্রেরণ করবে। (১৩) **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টিমূলক কাজ করবে। (১৪) **আল্লাহ্ তাআলা**র গযব তার উপর থেকে দূরীভূত হবে। (১৫) তার গুনাহ ক্ষমা হবে, মাগফিরাত তার জন্য ওয়াজিব হবে, তার গুনাহের আগুন নিতে যাবে। (১৬) আহলে দ্বীনের খেদমতে সদকার চেয়ে বড় সাওয়াব পাবে। (১৭) গোলাম আযাদ করার চেয়ে বেশি প্রতিদান পাবে। (১৮) তার বিগড়ে যাওয়া কাজ সঠিক হবে। (১৯) পরস্পর ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে, যারা অনুস্বরন করে এবং পেছনে পেছনে চলে। (২০) সামান্য ব্যয়ে অনেকের পেট ভরে যাবে কেননা একা খেলে বেশি খাওয়া হয়। (২১) **আল্লাহ্ তাআলা**র নিকট মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। (২২) মওলা তাবারাকা ওয়া তাআলা ফিরিশতাদের সাথে তাকে নিয়ে গর্ব করবে। (২৩) কিয়ামতের দিন দোযখ থেকে নিরাপদ থাকবে, দোযখের আগুন তার উপর হারাম হবে। (২৪) আখিরাতে **আল্লাহ্ তাআলা**র দয়ায় ঐশয্যশালী হবে। (২৫) **আল্লাহ্ তাআলা** চাইলে সে ঐ মোবারক দলের সাথে থাকবে, যারা **হুযুর পুরনুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র নালাইনের সদকায় সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে।

(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, রিসালা: রাদ্দুল কাহাত ওয়াল ওয়াবা বিদাওয়াতিল জিরান ওয়া মুয়াসাতিল ফুকারা', ২৩তম খন্ড, ১৫২ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

লঙ্গরে রযবীয়ায় অংশীদার হোন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে দেশ বিদেশে প্রতি বছর হাজারো আশিকানে রাসূল পুরো রমযান মাস এবং শেষের দশদিনের ইতিকাফের সৌভাগ্য অর্জন করে থাকে, এই আশিকানে রাসূলের জন্য **"লঙ্গরে রযবীয়া"** (সেহেরী ও ইফতার) এর খুবই উত্তম আয়োজন করা হয়ে থাকে, যেন এই আশিকে রাসূলরা একাগ্রতার সাথে ইলমে দ্বীনের মাদানী আসরে (হালকায়) এবং মাদানী মুযাকারায় মনোযোগ সহকারে অংশগ্রহণ করতে পারে। লঙ্গরে রযবীয়ায় কোটি টাকা ব্যয় হয়ে থাকে, এই উত্তম কাজেও অসংখ্য আশিকে রাসূল নিজের অংশ অন্তর্ভূক্ত করে থাকে, এই বছরও اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ দেশে বিদেশে অসংখ্য স্থানে পুরো মাস এবং শেষ দশদিনের ইতিকাফ হবে, যাতে হাজারো আশিকানে রমযান, রমযান মাসের মোবারক মুহূর্তগুলো থেকে বরকত অর্জনের সৌভাগ্য লাভ করবে। সকল আশিকানে রাসূল **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টির জন্য এবং আরো ভাল ভাল নিয়্যতে **"লঙ্গরে রযবীয়া"**র জন্য নিজের অংশ অর্ন্তভূক্ত করে নিন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজ ২৭তম রাত এবং ২৭তম দিন হবে, এই দিন অর্থাৎ ২৭ রজবের অনেক বেশি ফযীলত রয়েছে: "যে সৌভাগ্যবান রজবের ২৭ তারিখের রোযা রাখবে, তার ৬০ মাস রোযার সাওয়াব অর্জিত হবে।" **(কাফন ফেরত, ৮ম পৃষ্ঠা)**

১০০ বছরের রোযার সাওয়াব

২৭শে রজবের অপূর্ব ফযীলত রয়েছে, **আমাদের প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "রজবে একটি দিন ও একটি রাত রয়েছে, যে এই দিন রোযা রাখবে, আর রাত জেগে ইবাদত করবে, তবে সে যেন ১০০ বছরের রোযা রাখল এবং ১০০ বছরের রাত জেগে ইবাদত করল, আর তা হচ্ছে রজবের ২৭তারিখ।"

(শুয়াবুল ঈমান, ৩/৩৭৪, হাদিস নং-৩৮১১)

শীগ্রই শাবানুল মুয়াজ্জমের শুভাগমন হবে, এই মোবারক মাসের রোযারও অনেক ফযীলত রয়েছে, সুতরাং **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহত্বপূর্ণ

www.dawateislami.net

ইরশাদ হচ্ছে: "(রমযানের পর) সবচেয়ে উত্তম হচ্ছে শাবানের রোযা, রমযানের সম্মানের জন্য।" (শুয়াবুল ঈমান, ৩/৩৭৭, হাদীস নং-৩৮১৯)

উম্মুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا থেকে বর্ণিত; "**হুযুরে আনওয়ার, শাফেয়ে মাহশার, মদীনার তাজেদার, মাহবুবে রাব্বে আকবর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم পুরো শাবানের রোযা রাখতেন।" তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا বলেন: আমি আরয করলাম: "ইয়া **রাসূলাল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! সকল মাসের চেয়ে কি আপনার নিকট সবচে বেশি শাবানের রোযা রাখা পছন্দ?" তখন **হুযুরে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "**আল্লাহ্ তাআলা** এই বছর মৃত্যুবরণকারী সকল প্রাণকে লিখে দেন এবং আমার এটা পছন্দ যে, আমার বিদায় বেলা আসবে আর আমি রোযা অবস্থায় থাকবো।" (মুসনাদে আবী ইয়ালা, ৪/২৭৭, হাদীস নং-৪৮৯০)

আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে **মে'রাজের দুলহা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সদকায় আগামী কালের নফল রোযা রাখার, শাবান এবং রমযান মাসের সব রোযা রাখার তৌফিক দান করুন, আহ! আমরা যেন পুরো রমযান মাসের বা শেষ দশদিনের ইতিকাফ করাতে সফল হয়ে যাই, আহ! যেন ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে বেশি বেশি মাদানী ফান্ড করার তৌফিক অর্জিত হয়ে যায়।

اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় "সুন্নাত ও আদব" বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।" (মিশকাতুল মাসাবীহ, ১/৯৭, হাদীস-১৭৫)

কাশ! নেকী কি দাওয়াত মে দোঁ জা বজা,
সুন্নাতে আম করতা রাহোঁ জা বজা। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৫০২ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

পাগড়ী বাঁধার সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে **নবীয়ে করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতের উপর নিয়মিতভাবে আমল করাতে আমরা নিজের জীবনে চারিত্রিক, আধ্যাত্মিক এবং আর্থসামাজিক বরং সকল বিষয়ে উচ্চ মর্যাদা অর্জন করতে পারবো। কেননা, **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় সুন্নাত, **তাঁর** জীবনধারা সকল মুসলমানের জন্য মুক্তি ও ক্ষমার উপায়। এই প্রিয়তম সুন্নাত সমূহের মধ্যে একটি সূন্নাত হলো পাগড়ী শরীফ পরিধান করা, জি হ্যাঁ! এটি আমাদের **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনেক প্রিয় সুন্নাত। আসুন! পাগড়ী শরীফের কতিপয় সুন্নাত ও আদব শুনার সৌভাগ্য অর্জন করি। সুতরাং ❀ **নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "পাগড়ী আরবের মুকুট স্বরূপ। তোমরা পাগড়ী বাঁধো, তোমাদের ধৈর্য বৃদ্ধি পাবে এবং যে ব্যক্তি পাগড়ী বাঁধবে, তার প্রতিটি প্যাঁচের বিনিময়ে একটি করে নেকী দান করা হবে এবং যখন (আবারো পড়ার নিয়্যতে) খুলবে, তখন প্রতিটি প্যাঁচ খোলার পরিবর্তে একটি করে গুনাহ মুছে দেয়া হবে।" **(কানযুল উম্মাল, কিতাবুল মাঈশা..., ১৫তম অংশ, ৮/১৩৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪১১৩৮)** ❀ পাগড়ী শরীফ পরিধান করা সুন্নাতে যায়িদা (অর্থাৎ সুন্নাদে গাইরে মুয়াক্কাদা) এবং সুন্নাতে যায়িদার বিধান মুস্তাহাবের ন্যায়। সুতরাং পাগড়ী পরিধান কারী সাওয়াবের অধিকারী হবে এবং পরিধান না করলে গুনাহগার হবে না। তবে আশিকের জন্য এটাই যথেষ্ট যে, এই কাজটি আমাদের **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতে মোবারাকা। **(ইমামা কে ফাযায়েল, ৪৯ পৃষ্ঠা)** ❀ পাগড়ীর এরূপ যে, আড়াই গজের চেয়ে ছোট না হওয়া, না ছয় গজের চেয়ে বেশি হওয়া এবং এর বাঁধার ধরন গুম্বদের ন্যায় হওয়া। **(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২২/১৮৬)** পাগড়ীর প্রস্থ অর্ধ হাত পর্যন্ত হওয়া উচিৎ বা এর চেয়ে কিছু কম বা বেশি, এই কম বেশিতে কোন সমস্যা নাই। **(কাশফুল ইলতিবাস..., যিকিরে ইমামা, ৩৮ পৃষ্ঠা)** ❀ পাগড়ী বাঁধার ক্ষেত্রে অন্যান্য সুন্নাতের প্রতিও লক্ষ্য রাখা উচিৎ, যেমন ডান দিক থেকে শুরু করা, بِسْمِ الله পাঠ করা, পোষাক পরিধানের দোয়া পাঠ করা তাছাড়া পাগড়ী সংশ্লিষ্ট সুন্নাত যেমন শিমলা রাখা এবং সাত হাত বা এর সামান হওয়া। ❀ মসজিদে হোক বা ঘরে, সর্বাবস্থায় পাগড়ী শরীফ দাঁড়িয়ে পরিধান করা

www.dawateislami.net

উচিৎ, শরীয়তের বিনা অপরগতায় বসে বসে পাগড়ী পারিধান করা উচিৎ নয়। কেননা, পাগড়ী বসে বসে পরিধান করাতে ক্ষতিই ক্ষতি। যেমনটি হাদীস শরীফে রয়েছে: যে বসে পাগড়ী পরিধান করলো বা দাঁড়িয়ে পাজামা পরিধান করলো তবে **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে এমন বিপদে লিপ্ত করে দিবেন যে, যার কোন ঔষধ নেই। (কাশফুল ইলতিবাস..., যিকিরে শিমলিহি, ৩৯ পৃষ্ঠা) ❀ **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমার উম্মত সর্বদা তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন থাকবে, যতক্ষন তারা টুপির উপর পাগড়ী পরিধান করবে। (কানযুল উম্মাল, কিতাবুল মাঈশা..., ১৫তম অংশ, ৮/১৩৩, হাদীস নং-৪১১৪০)

আগর সুন্নাতে শিখনে কা হে জযবা
তু দাঁড়ি বাড়া লে ইমামা সাজা লে

তুম আ'জাও দে গা শিখা মাদানী মাহোল
নেহী হে ইয়ে হার গিজ বুরা মাদানী মাহোল

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৪৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net